রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১১ পৌষ – ১৭ পৌষ, ১৪২৬ ঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ – ৩ জানুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 11, 28 December 2019 - 3 January, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: অর্থনৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে দেশকে

রক্ষা করছে এনডিএ সরকার। ক্রমোহ্রাসমান জিডিপি ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান নিয়ে যখন বিরোধীরা সরব তখন এই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এও স্পষ্ট করলেন, ৫–৬ বছর আগে দেশের পিছু হঠা শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে। তাঁর সরকার সেই চাকাটাই ঘোরাবার চেষ্টা করছে।

রবিবার: উত্তরপ্রদেশে সিএএ বিরোধী আন্দোলন থামার নামই করছে না। এখন পর্যন্ত এর বলি প্রায় ১৬ জন। যোগীর রাজ্যের

এই অশান্তির পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলছেন বিরোধীরাও। তৃণমূল ইতিমধ্যে জানিয়েছে তাদের ৪ জনের এক প্রতিনিধি দল উত্তরপ্রদেশ যাবে সরেজমিন খতিয়ে দেখতে।

সোমবার: শুধু মানুষই নয়,

ব্যথা বা যন্ত্রণা পেলে কষ্টে কঁকিয়ে ওঠে গাছেরাও। সম্প্রতি এক পরীক্ষায় এই তথ্য সামনে এনেছেন বিজ্ঞানীরা। রিপোর্ট বলছে গাছেদের বাইরে থেকে আঘাত করা হলে বা জল শুকিয়ে এলে তাদের এই যন্ত্রণা বেড়ে যায়।

মঙ্গলবার: সিএএ এবং এনআরসির বিরোধিতা করে রাজ্য সরকার ফলাও করে যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার

নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত জানিয়েছে, এভাবে কেন্দ্রীয় আইনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। এই সংক্রান্ত পরবর্তী শুনানি হবে নতুন বছরের জানুয়ারিতে।

বুধবার: ঝাড়খন্ডে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবার

শপথ গ্রহণের পালা। আর এই শপথ গ্রহণকে কেন্দ্র করে ফের জোট বাঁধতে চলেছে বিরোধীরা। শামিল হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বৃহস্পতিবার: বছরের শেষ

লগ্নে সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে ভারত সহ বিশ্বের নানা স্থানে। পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করা যাবে বলে জানিয়েছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

শুক্রবার: এনআরসি ও সিএএ নিয়ে কেন্দ্র বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ

করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজাবাজার থেকে মল্লিকবাজার পর্যন্ত এক পদযাত্রার শেষে এই অভিযোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই নিয়ে মন্তব্যকেও পরস্পরবিরোধী আখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজ্যপালকে নিমন্ত্রণ! অনুষ্ঠান বাতিল

দুই শিক্ষকের বদলি, পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে কে না চায়। তাই সকলেরই প্রথম পছন্দ রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালির বিপ্লবীতীর্থ বুড়ুল হাই স্কুলও তাই চেয়েছিল। আগামী ২ থেকে ৬ জানুয়ারি মূল অনুষ্ঠানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ গিয়েছিল রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। গত ২ ডিসেম্বর রাজভবন থেকে এসে গিয়েছিলেন সম্মতি পত্রও। কিন্তু বেঁকে বসেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তারা রাজ্যপালের সঙ্গে মঞ্চে বসতে নারাজ। রাজ্যপাল–সরকার দ্বন্দ্বের আঁচ এসে পড়ে বুড়ুল স্কুলের শতবর্ষের অনুষ্ঠানে। শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত বাতিল হয় অনুষ্ঠান সূচি। রাজ্যপালকেও জানিয়ে দেওয়া হয় সেকথা।

শতবর্ষের বিড়ম্বনা

এর কয়েকদিন পরেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রতনলাল হালদার ও সহশিক্ষক সুপ্রিয় রায়ের বদলির নির্দেশ আসে। তদের বদলি করা হয় যথাক্রমে মহেশতলা ও বারুইপুরে। পরিচালন সমিতির সদস্যরা এই বদলির সঙ্গে অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই বললেও স্থানীয় বাসিন্দা ও পড়ুয়াদের কাছে পরিষ্কার এই বদলি আসলে নোংরা রাজনীতিরও ফল। অসুস্থ রতনবাবু কিছু না বললেও সুপ্রিয়বাবু জানান তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ। আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা ভাবছেন তারা এই বদলির পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সহসম্পাদক স্বপন বর্মনও। জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বলেন এই বদলি জেলা স্তর থেকে হয়নি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের থেকে বদলির কারণ জানতে হবে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার এ বদলি রুটিন বদলি নয়। এদিকে বুড়ুল স্কুলে রাজনীতির কালো দাগ মুছতে পথে নেমেছে পড়ুয়ারা। প্রতিবাদ মিছিল ও পথ অবরোধে সামিল তারা। স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান বুড়ুলের ছাত্র–ছাত্রীরা ফের নতুন সংগ্রামের মুখোমুখি।

রাজনীতির বুড়ো খোকাদের কোন্দলে বর্তমান ও প্রাক্তন কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী জীবনের স্মরণীয় এক অনুষ্ঠানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হল। এটা কি শাসক দলের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়? এই প্রশ্ন এখন সাধারণ মানুষের মনে। যার উত্তর দিতে পারেন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং।

বিলম্বিত নাগরিকত্ব

ওঁকার মিত্র : অখণ্ড ভারত ছিল ধন সম্পদের আধার। তার টানে ও ভোগ বিলাসী রাজারাজরাদের নিস্পৃহতার সুযোগে বারংবার লুঠতরাজের শিকার হয়েছে এ দেশ। কেউ লুঠ করে ফিরে গিয়েছে, কেউ রেখে গিয়েছে তাদের বীজ, কেউ দখল করেছে শাসনক্ষমতা। আর্য্য আক্রমণের পরে শক, হুন, পাঠান, মোঘল থেকে শুরু করে ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজ সকলেই এদেশে এসেছে, ধনসম্পদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি, রেখে গিয়েছে তাদের কালচারও। এভাবেই সনাতন ভারত হয়ে উঠেছে শৃঙ্খল বিশ্ব।

পাশাপাশি আফগানিস্থানের ইতিহাসও অনেকটা একই রকম। সপ্তম শতকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পূর্ব অবধি সেখানেও রাজত্ব করেছে বহু বৈদেশিক জাতি।

ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল আফগানিস্তানে। সিন্ধু সভ্যতাও ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর আফগানিস্তানের বেশ কিছুটা অংশে। ভারত–আফগানিস্তানের বৈবাহিক সম্পর্কের উদাহরণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী ছিলেন আফগানিস্তানের গান্ধারের মেয়ে। মনে করা হয় বহু যুগ আগে আফগানিস্তানও ছিল ভারত ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

শেষ পর্যন্ত ইসলামের তকমা নিয়ে বিভিন্ন দেশের আগ্রাসন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে আফগানিস্তান। ভারত তা পারে নি। সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে ভৌগোলিক দরজা, এমনকি মনের দরজাও। তবুও কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ভারত অখণ্ড থাকে নি। সেই ধর্মের ভিত্তিতেই বিভক্ত হয়েছে সনাতন ভারত। ভারত–পাকিস্তানে। মুশকিলটা হল এটাই যে ভাগ হয়ে পাকিস্তান এমন কি তার আর একটি ভাগ বাংলাদেশ নিজেদের মুসলিম দেশ ঘোষণা করে অন্ততঃ তাদের সংখ্যাগুরুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে। বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের দেশটা আসলে কাদের। ফলে সেখানে আমল পায়না সংখ্যালঘুদের ক্ষতিবৃদ্ধি।

ভারত কিন্তু তা পারে নি। নিজেদের ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে দেয় নি কোনও নিষেধাজ্ঞা। বরং সেকুলার তকমা জুড়ে দিয়ে আরও হাট করে দিয়েছে সদর।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের অভিযোগে শিলমমোহর পুরোপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: সম্প্রতি পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি আর স্বজনপোষণের যে অভিযোগ উঠেছে তাতে কার্যত শিলমোহর দিলেন কোচবিহার পুরসভায় তৃণমূল পুরপ্রধান ভূষণ সিং। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভা যে ব্যর্থ, তা পরোক্ষে জানিয়ে দিলেন এই পুরপ্রধান।

সম্প্রতি তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় ৩৩ জনকে স্থায়ী পদে নিয়োগ পত্র দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে সাফাই কর্মী পদে তৃণমূলের এক নেতা ঘনিষ্ঠ তিনজনকে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হলেও আশ্চর্যজনক ভাবে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এই পুরসভায় কর্মরত অবস্থায় মৃত সাফাই কর্মীর পোষ্যদের। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার কোচবিহার পুর ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন কর্মরত অবস্থায় ৫৬ জন মৃত পুর সাফাই কর্মীর পোষ্যেরা। এই আন্দোলনকারীদের দাবি অবিলম্বে এই অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে সিনিয়রিটি ভিত্তিতে মৃতের পোষ্যদের নিয়োগপত্র দিতে হবে পুরসভাকে। এই আন্দোলনের চাপে এদিন কার্যত ঢোক গিলে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিতে দেখা যায় পুর প্রধানকে। তিনি আন্দোলনকারীদের দাবিকে কার্যত সমর্থন জানিয়ে এদিন বলেন, এটা তাদের বড় ভুল হয়েছে। অর্থা পৌরসভায় ৩৩টি স্থায়ী পদে সম্প্রতি যে নিয়োগ হয়েছে, তা যে সঠিকভাবে হয়নি সেটাই এদিন কার্যত ঘুরিয়ে স্বীকার করে নেন পৌরপ্রধান। অর্থা পৌরসভার এই নিযাগে নিয়ে দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের যে অভিযোগ বিরোধীরা তুলেছেন তা যে পুরোপুরি ভাবে সঠিক, তারই আঁচ এদিন পাওয়া যায় পৌরপ্রধানের এই পরোক্ষ স্বীকারোক্তিতেই। সম্প্রতি এই পৌরসভার নিয়োগের ক্ষেত্রে বড়স। দুর্নীতি আসে প্রকাশ্যে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ওসির আত্মহত্যা কী চাপে পড়ে উঠছে প্রশ্ন

অরিজিৎ ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: নিজের কোয়ার্টারেই সিলিং ফ্যান থেকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ওসি গৌতম বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে পুলিশ মহলেই।

পুলিশ সূত্রে খবর, ৫৮ বছর বয়সি গৌতম বিশ্বাস অনেক দিন ধরেই ছিলেন এই থানার দায়িত্বে। বুধবার রাতে থানার কাজ সেরে কোয়ার্টারে যান তিনি। কোয়ার্টারে গৌতমবাবু একাই থাকতেন। এদিন সকালে পরিচারিকা এসে দেখেন দরজা বন্ধ। কলিং বেল টিপেও কোনও

সাড়া পাননি তিনি। দরজা ধাক্কাও দেন ওই পরিচারিকা। তারপরেও সাড়া না পেয়ে থানায় খবর দেন তিনি। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে নিজের শোয়ার ঘরে সিলিং ফ্যান থেকে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছে গৌতমবাবুর দেহ। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দেখে মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করেছেন গৌতম বিশ্বাস। কারণ ঘরের সব জিনিস সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। ধস্তাধস্তির কোনও প্রমাণ নেই। আশেপাশের বাসিন্দারা কোনও আওয়াজও পাননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

জনগণনা বনাম নাগরিকপঞ্জী এক অমূলক বিভ্রান্তি

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণা: সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)কে কেন্দ্র করে রাজ্য সহ উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। এর রেশ কাটতে না কাটতে শুরু হতে চলেছে এনপিআর(ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার) অর্থাৎ জাতীয় জনগণনা বিভ্রান্তি। প্রতি দশ বছর অন্তর এই জনগণনা হয়ে আসছে। এটা ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্যাপার। আগামী ২০২১ সালে দশবছর পরবর্তী জনগণনার পালা। ইতিমধ্যে এই মর্মে তার সার্কুলারও জারি হয়েছে। আর এই জনগণনাকে এবার এনআরসি অর্থাৎ জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর সাথে গুলিয়ে ফেলে নতুন এক বিভ্রান্তির সূচনা হতে চলেছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এ প্রসঙ্গে আর পি আই অর্থাৎ রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, 'রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া' ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতিষ্ঠা। আমি পঁচানব্বুই সাল থেকে এই সলের সঙ্গে যুক্ত। রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া ভারতে সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, শোষিত মানুষের জন্য লাগাতার লড়াই–আন্দোলন করছি। কোনও কোনও সময়ে লোকসভা, বিধানসভাতেও ভোটে অংশগ্রহণ করি। এই দলটি মূলতঃ একটা মিশনারি পার্টি। বর্তমান পার্লামেন্টে রাজ্যসভাতে আমাদের একজন সদস্য আছেন। তাঁর নাম রামদাস আটবলে। তিনি এই দলের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতাবান রাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রে এন ডি এর শরিক হিসেবেও আছি। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আর পি আই–এর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব বিল বাতিলের দাবিতে আমরা দীর্ঘদিন লড়াই আন্দোলন করেছি। সম্প্রতি ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরকে ভিত্তি তারিখ ধার্য করে যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হয়েছে, সেখানে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্দেশিকা বা পদ্ধতি এখনও জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট নয়। আমাদের দাবি, এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, জমির দলিল এবং সরকারি চাকরি ইত্যাদি বাঁচিয়ে রেখে আবেদনকারীদের নাগরিকত্ব শংসাপত্র প্রদান করা হোক। আর তারপরেই এন আর সি লাগু হোক। এই মর্মে আমরা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ের কাছেই আবেদন করেছি।

এরপর পাঁচের পাতায়

পুরো গঙ্গাসাগর হবে 'ওয়াইফাই'

কুনাল মালিক: এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুলিশ ও প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে একশ শতাংশ নিশ্চিত হতে চাইছেন। এবারের গোটা গঙ্গাসাগর মেলাকে ওয়াইফাই জোনের অধীনে আনা হচ্ছে। যাতে মেলা প্রাঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পুলিশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগে বিঘ্ন না ঘটে। গত ২৫ ডিসেম্বর কাকদ্বীপের লট–নম্বর–৮এ সুন্দরবন পুলিশ জেলার সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারী। তাঁর সঙ্গে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপার আরও জানান, এবার মেলায় ১০ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হবে। পুলিশ ও প্রশাসনের পদস্থ অফিসারদের নিয়ে মোট ২৩টি টিম গঠন করা হবে যারা মেলায় নজরদারি চালাবেন। এছাড়াও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাদা পোশাকের ৪টি টিম মেলায় সক্রিয় থাকবে। বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়াও মেলায় থাকবে বোম্ব স্কোয়াড ও দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীরা। মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের যে কোনো ব্যাপারে সহায়তা দেবার জন্য ৪৪ টি সহয়তা কেন্দ্র থাকবে। পুলিশ সুপার বলেন, গঙ্গাসাগর সহায়তা নামে একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। ওই অ্যাপে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারদের নাম ও ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে। কেউ বিপদে পড়লে ওই ফোনে ফোন করলে, সাহায্য পাবেন। এছাড়াও শিয়ালদহ–কাকদ্বীপ, কলকাতা, নামখানা, চেমাগুড়িসহ বিভিন্ন জায়গার ট্রেন ও বাসের, ভেসেলের সময়সূচি ওই অ্যাপে পাওয়া যাবে। আবহাওয়ার পূর্বভাষও মিলবে গঙ্গাসাগর সহায়তা অ্যাপে।

প্রতারক গ্রেফতার

কুশল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: বিভিন্ন ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার নাম করে যুবক–যুবতীদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিজিত পাহান মুন্ডা নামে এক ব্যক্তি। নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাটের কুমারগঞ্জের বাসিন্দা। ধৃত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের অফিস খুলে বেকার যুবক–যুবতীদের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রচুর টাকা তুলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জঞ্জাল থেকে জ্বলছে আলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : পুরসভার ফেলে দেওয়া জঞ্জাল থেকে তৈরি হচ্ছে বায়ো গ্যাস। আর তা দিয়ে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। আর সেই বিদ্যুতে জ্বলছে আলো। হ্যাঁ এরকমই অসাধারণ কাজের নমুনা দেখা গেল জয়নগরে। ঘটনায় প্রকাশ, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার উদ্যোগে কয়েকমাস আগে তৈরি করা হয়েছিল জঞ্জাল থেকে বিদ্যুৎ তৈরির প্ল্যান্ট। কিছু দিন আগে এই প্ল্যান্ট থেকেই বিদ্যুৎ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। আর ঐ উৎপন্ন বিদ্যুৎ থেকে প্ল্যান্ট এলাকা আলোকিত করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেল, গত মার্চ মাসে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজি বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে জয়নগর মজিলপুর পুরসভা। জয়নগর ২ নং ব্লকের পুরসভা এলাকা লাগোয়া সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়লাপোতা এলাকা বেশ কয়েক বছর ধরে পুরসভার জঞ্জাল ফেলার ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসাবে পরিচিত। তাই ওই জায়গার পাশে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্সটিউট অব বায়োটেকনোলজির অর্থ সহযোগিতায় এই প্ল্যানটি তৈরি করা হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, রাজ্যের কয়েকটি পুরসভায় জঞ্জাল থেকে সার তৈরি হয়। কিন্তু কোথাও বিদ্যুৎ তৈরি হয় না। সে দিক

থেকে সম্ভবত আমরাই প্রথম বিদ্যুৎ উপাদন করে আলো জ্বালালাম। তিনি এও বলেন, প্ল্যান্ট এলাকার পাশাপাশি সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরঙামপুরে গ্রামের রাস্তায় এই বায়োগ্যাস থেকে তৈরি বিদ্যুতে আলো জ্বালানো হচ্ছে। আগামী দিনে আমরা এই এলাকাটিকে শিক্ষামূলক পার্ক হিসাবে গড়ে তুলবো। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়েছি। পরিকাঠামো গত সহায়তা করার কথা রাজ্য সরকারের। তা এখনো পাই নি। সেটা পেলে প্রকল্প এলাকাটাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে সাজিয়ে তোলা হবে। সংশ্লিষ্ট ছাএ ছাত্রীদের কাছে এটা একটা শিক্ষামূলক ভ্রমণের জায়গা হতে পারে। তিনি বলেন,এই জঞ্জাল পচিয়ে বায়োগ্যাসের পাশাপাশি রান্না সহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। বর্জের অবশিষ্ট অংশ থেকে জৈব সার তৈরি করা যাবে। যা থেকে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারবে চাষিরা। এছাড়া এই বিদ্যুতে এলাকা আলোকিত হবে। বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে। তবে বায়োগ্যাস থেকে জৈব সার তৈরি করে অনেক পুরসভা পুরষ্কার পেয়েছে। আমাদের পুরসভা রাজ্য সরকারের সহায়তা পেলে এই কাজে আরও গতি আসবে। পুরসভার এই কাজে খুশি এলাকা বাসীরা।

উনিশ শেষে নতুন বছরের উইশ বুল মার্কেটের

পার্থসারথি গুহ

২০২০- র পদধ্বনি শোনার মুহূর্তে একটু এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগামী ২-৩ বছরের প্রেক্ষাপটে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২০-২২-র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্ব্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছেন ৩০ হাজারের অবস্থানে। সঙ্গতভাবেই সেনসেক্স হয়ে উঠবে একলাখি।

এর পাশাপাশি নিচের জায়গাটাও খুব পরিস্কার। ৭ হাজার-এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত ৩-৪ বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০-র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন-চার বছরের মধ্যে প্রায় ৫৫০০ হাজার পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ছুঁয়ে ফেলেছিল প্রায়।

মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি ৫২০০ থেকে একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে বিজয় চাকা ৯০০০ কে চ্যালেঞ্জ করেছে। যদিও তার আগে ৮ হাজারের ঘরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৬-র এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ৯ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এই মুর্হূতে নিফটি অবশ্য সেই ৮ হাজারি গাঁটকে অনেকটাই ঠেলে ১২ হাজারের মগডালে বিরাজ করছে।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি দিল্লির গদিতে বসার পর থেকেই শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা মনোভাব ক্রমশ উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছিল। এল-নিনোর প্রকোপ নিয়ে চিন্তান্বিত আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বর্ষা নাকি

অর্থনীতি

কম হবে, বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে সারা দেশ জুড়ে। মৌসুমী বায়ুর এই সর্বনাশের গল্প শুনে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিনির্ভর ভারতে শেয়ার বাজারও ভীত হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতির কু-প্রভাবের যে গল্প গ্রিস থেকে আমদানি হয়েছিল তাও মোটামুটি কেটে গিয়েছিল। গ্রিস যেমন নিজেদের নমনীয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনই ইউরোপও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জটিল অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর মধ্যে আবার বর্ষার অচলাবস্থা কাটার খবর দুয়ে দুয়ে চার করেছে।

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাংলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ – ৩ জানুয়ারি, ২০২০

? মেষ: স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ-ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। বিবাহ বিষয়ে শুভ লক্ষণ।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

ইন্ডিয়ান অয়েলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৩ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসিস্ট্যান্ট-ফোর নেমে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। হরিয়ানার পানিপত রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সে প্রোডাকান বিভাগে নিয়োগ করা হবে। শুধুমাত্র পুরুষরা দরখাস্ত করবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : PR/P/44(2019-20).

শূন্যপদের বিন্যাস : পোস্ট কোড ১০১০ : সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৭, ও বি সি ৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কেমিক্যাল বা রিফাইনারি অ্যান্ড পেট্রোকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। অথবা বি এসসি ডিগ্রি। সেক্ষেত্রে ম্যাথমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) থাকতে হবে। সেই সঙ্গে পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি বা পেট্রোকেমিক্যালস বা ফার্টিলাইজার বা হেভি কেমিক্যাল বা গ্যাস প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে পাম্প হাউস, ফায়ার হিটার, কম্প্রেসর, ডিস্টিলেশন কলাম, রিঅ্যাক্টর, হিট এক্সচেঞ্জার ইত্যাদি সারাইয়ের কাজে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ৩১-১-২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি-রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ২৫,০০০-১,০৫,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocrefrecruit.inb অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি। অনলাইন দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে।

অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে দেবেন –

* বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * সচিত্র পরিচয়পত্র, যথা- ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্টের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ইনকাম সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট মাপের এক কপি স্বপ্রত্যয়িত ফটো।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ অনলাইন দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সাধারণ ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Post Box No. 128, Panipat Head Post Office, Panipat, Haryana-132103.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৯২৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯২৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। নিয়োগ হবে দেশের বিভিন্ন শহরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসগুলিতে। যে শহরের শূন্যপদে আবেদন করবেন সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। তাই এখানে কলকাতা এবং হিন্দি যেসব শহরের জন্য নির্দিষ্ট ৩২৭টি শূন্যপদের কথা সবিস্তারে জানানো হল। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ : কলকাতা : শূন্যপদ ১১টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ফোর্থ ক্যাটেগরি (আর পি ডব্লু ডি) এবং প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীর জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। ভোপাল : শূন্যপদ ৪২টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে দৃষ্টিসংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ফোর্থ ক্যাটেগরি (আর পি ডব্লু ডি) ও প্রাক্তন সমরকর্মী ১ প্রার্থীর জন্য ১টি করে এবং প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য ৪টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। চণ্ডীগড় : শূন্যপদ ৩৫টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৪, ও বি সি ৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, অস্থি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ১ প্রার্থীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

জয়পুর : শূন্যপদ ৩৭টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ফোর্থ ক্যাটেগরি (আর পি ডব্লু ডি) ও প্রাক্তন সমরকর্মী ১ প্রার্থীর জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জম্মু : শূন্যপদ ১৩টি (সাধারণ ৮, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ১ ও প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

কানপুর ও লখনউ : শূন্যপদ ৬৩টি (সাধারণ ৩২, তফসিলি জাতি ১১, ও বি সি ১৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর

কাজের খবর

জন্য ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ১ প্রার্থীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নাগপুর : শূন্যপদ ১৩টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি ও অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ১ ও প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নয়াদিল্লি : শূন্যপদ ৩৪টি (সাধরণ ১৮, তফসিলি জাতি ৬, ও বি সি ৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ফোর্থ ক্যাটেগরি (আর পি ডব্লু ডি) ও প্রাক্তন সমরকর্মী ১, প্রার্থীর জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাটনা : শূন্যপদ ২৪টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ফোর্থ ক্যাটেগরি (আর পি ডব্লু ডি) ও প্রাক্তন সমরকর্মী ১ প্রার্থীর জন্য এবং ২ টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী ২ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

প্রাক্তন সমরকর্মী ১ এর আওতায় সংরক্ষিত শূন্যপদগুলিতে প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং সংঘর্ষে নিহত সমরকর্মীদের ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীরা আবেদনের যোগ্য। প্রাক্তন সমরকর্মী ২ এর শূন্যপদগুলিতে বাকি ক্যাটেগরির প্রাক্তন সমরকর্মীরা আবেদন করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। তবে তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পাশ নম্বর থাকলেই চলবে। সব ক্ষেত্রেই কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের জ্ঞান থাকতে হবে। প্রাক্তন সমরকর্মীদের মাধ্যমিক বা আর্মড ফোর্সের সমতুল পরীক্ষায় পাশ সহ প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ১৫ বছরের চাকরি করে থাকলেও আবেদন করতে পারবেন।

বয়স : ১-১২-২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-১২-১৯৯১থেকে ১-১২-১৯৯৯-এর মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ও বি সি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন বা আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে বয়সে ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিফিত পরীক্ষা ও ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, হুগলি, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারিতে এবং মেন পরীক্ষা মার্চ মাসে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫ নম্বর) ও রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর)। মোট ১০০ নম্বর। সময় ১ ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় থাকবে রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কম্পিউটার নলেজ। প্রতিটি বিষয়ে ৪০টি করে অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। মোট ২০০ নম্বর। ২ ঘন্টার পরীক্ষা। উভয় ক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে।

বেতনক্রম : ১৩,১৫০-৩৪,৯৯০ টাকা। সঙ্গে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ভাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rbi.org.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০-৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও সই (১০-২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি এবং ব্যাঙ্ক ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ দিতে হবে ৪৫০ টাকা (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে শুধু ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ ৫০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই-রিসিপ্ট এবং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে দরকার হবে।

বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৬০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। যাঁর বার্ধক্য ও মৃত্যু নেই ৪। জাতি, সম্প্রদায় ৫। কাহিনি ৬। উৎসর্গ ৭। সংবাদ ৮। আচ্ছাদন, ছাদ ৯। ভারতীয় মুদ্রার একক ১০। খোসা, আবরণ ১১। স্বর্ণ ১৩। অতীতের এক অভিনেত্রী।

উপর-নীচ

১। নিজস্ব ২। একজাতীয় বিরাট সাপ ৩। জিহ্বা ৬। বিচারের জন্য আদালতে পেশ, রুজু ৭। সন্দেহ, অবিশ্বাস ৮। মন ভোলানোর কৌশল ৯। তাজা ১২। ' — দাও ভুলবে না গো'।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৯

পাশাপাশি : ২। জীবনভর ৫। বসু ৭। শলাকা ৮। মহীলতা ৯। পলাতক ১১। পাহারা ১২। রতি ১৪। তালকটোর।
উপর-নীচ : ১। অতীশ দীপঙ্কর ২। জীবিকা ৩। নবোদ্যম ৪। রব ৬। সুলতানারাজিয়া ১০। কল্পলোক ১১। পাথর ১৩। তিতা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে ৯১০ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, মেডিক্যাল অফিসার, ফার্মাসিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯১০ জন লেকচারার, হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (গ্রেড-থ্রি), ফিজিওথেরাপিস্ট (গ্রেড থ্রি), ফার্মাসিস্ট (গ্রেড থ্রি), ফিজিসিস্ট কাম রেডিয়েশন সেফটি অফিসার নেমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে। লেকচারার নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক এডুকেশন সার্ভিসে।

শূন্যপদ : লেকচারার : ২৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি এ ৪, ও বি সি বি বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)।

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার : ২৪৩টি (সাধারণ ১২৬, তফসিলি জাতি ৫৪, তফসিলি উপজাতি ১৪, ও বি সি এ ২৫, ও বি সি বি ১৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৭)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ল্যাবরেটরি) : ৪৭টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি এ ৫, ও বি সি বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিওগ্রাফি ডায়াগনস্টিক) : ৪৯টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি এ ৫, ও বি সি বি ৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ই সি জি) : ৩১৭টি (সাধারণ ১৬৩, তফসিলি জাতি ৭১, তফসিলি উপজাতি ১৯, ও বি সি এ ৩১, ও বি সি বি ২৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (রেডিও থেরাপিস্ট টেকনোলজি) : ২৭টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি এ ৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

রেডিও টেকনোলজিস্ট (ডায়ালিসিস) : ৩৬টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ই ই জি/ই এম জি) : ১০টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ১)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ক্যাগ ল্যাব) : ১৩টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ১, ও বি সি বি ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (পারফিউশনিস্ট) : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (ক্রিটিক্যাল কেয়ার) : ৩৩২টি (সাধারণ ১৭০, তফসিলি জাতি ৭৪, তফসিলি উপজাতি ২০, ও বি সি এ ৩৪, ও বি সি বি ২৪, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (অডিওমেট্রি) : ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)।

মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট (অপারেশন থিয়েটার) : ৭২টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ১৭, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি এ ৭, ও বি সি বি ৬, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৩)।

ফিজিওথেরাপিস্ট (গ্রেড-থ্রি) : ৩২টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি এ ৪, ও বি সি বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

ফার্মাসিস্ট (গ্রেড-থ্রি) : ১৬টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি এ ৪, ও বি সি বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্দী ২)।

ফিজিসিস্ট কাম রেডিয়েশন সেফটি অফিসার : ৩২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি এ ৬, ও বি সি বি ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)।

লেকচারার এবং হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার পদের ক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট এবং ফিজিসিস্ট কাম রেডিয়েশন সেফটি অফিসার পদের ক্ষেত্রে আবেদন করা যাবে ১০ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফিজিওথেরাপিস্ট (গ্রেড থ্রি) এবং ফার্মাসিস্ট (গ্রেড থ্রি)। পদ দুটির ক্ষেত্রে আবেদনের সময়সীমা ২২ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি দরখাস্ত করতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in সব ক্ষেত্রেই প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আগ্রহী প্রার্থীদের অবগতির জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল।

পদ অনুসারে দরখাস্ত সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে আবেদন শুরুর প্রথম দিন থেকে, উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যানেজমেন্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম কো-অর্ডিনেটর পদে ১১ জনকে নেবে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। নিয়োগ হবে মিড ডে মিল প্রকল্পে। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 36/2019. দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbonline.gov.in

রাজ্য সরকারে উদ্যান পালন প্রযুক্তি-সহায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : উদ্যান পালন প্রযুক্তি সহায়ক পদে ২০ জনকে নেবে রাজ্যের ডিরেক্টোরেট অব হর্টিকালচার। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 35/2019. দরখাস্ত করা যাবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscapplication.in দরখাস্তের পদ্ধতি সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.pscwbon-bline.gov.in

আতস কাঁচে

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ছাত্রের। মৃত ছাত্রের নাম গোপাল ওরফে পিন্টু গাঙ্গুলী(১৭)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে ক্যানিং–বারুইপুর রোডের বাইশসোনা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র পিন্টু। পরিবারের আর্থিক অনটনের জন্য পড়াশোনার ফাঁকে দীনমজুরের কাজ করতো সে। এদিন রাতে তালদি থেকে কাজ সেরে তিনবন্ধু ভ্যানে করে কুমারশা গ্রামের বাড়ি ফিরছিল। তালদির বাইশসোনা এলাকায় আচমকা দ্রুতগতির একটি বাইক সজোরে ভ্যানের পিছনে ধাক্কা মারে। বাইকের তিনবন্ধু গুরুতর জখম হয়ে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়।সুযোগ বুঝে বাইক চালক পালিয়ে যায়।স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজন কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গোপাল ওরফে পিন্টু গাঙ্গুলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলেই চিকিৎসকরা কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। রাতেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। ঘটনার খবর পেয়ে ওই ছাত্রের পরিবারের লোকজন সহ স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

আগুনের গ্রাসে ভষ্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি পরিবারের ঘর সহ সর্বস্ব জিনিসপত্র। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে দক্ষিণ পরগনা জেলার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার সেকেন্ড স্কিম গ্রামে। এদিন ওই গ্রামের বাসিন্দা দীনমজুর সুভাষ মাঝির ঘর, ঘরের যাবতীয় আসবাব পত্র সহ নগদ ১০ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে গ্রামেই কাজে গিয়েছিলেন সুভাষ মাঝি ও তার স্ত্রী। ঘরের মধ্যে কেউই ছিলেন না। প্রতিবেশীরা আচমকা সুভাষ বাবুর বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখে দৌড়ে আসেন । তারা জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাস থেকে কোনও কিছুই রক্ষা করতে পারেন নি। খবর পেয়েই সুভাষ বাবু বাড়িতে ফিরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই শীতের সময় কোথায় থাকবেন,কি ভাবেন সেই চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে অগ্নিদগ্ধ ঘরের সামনে বসে পড়েন। প্রতিবেশীরা সুভাষ বাবুকে আশ্বস্ত করতে থাকেন। এমন দুর্ঘটনায় পড়ে সর্বস্ব খোয়ানো অসহায় পরিবারের কথা জানতে পেরে দিল্লির এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'গুঞ্জ' এর স্থানীয় এক সদস্য প্রশান্ত সরকার ওই পরিবারের হাতে শীতের পোশাক সহ বেশ কিছু খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ইলেকট্রিক সার্কিট থেকে এমন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান।

বাঘের আক্রমনে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঘের আক্রমনে আবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো সুন্দরবনে। মঙ্গলবার ভোরে চিতুরি ফরেস্টের বেনোফিলির জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে মৈপীঠ উপকূল থানার পূর্ব গুড়গুড়িয়া মনসাতলার নিমাই সাউ (৪২) নামে এক মৎস্যজীবির বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ঘটলো। বন দফতর ও মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার নিমাই সহ ৪–৫ জনের একটি দল সুন্দরবনের বেনোফিলির জঙ্গল লাগোয়া খাড়িতে গিয়েছিল। আর সে সময়ে আচমকা বাঘের আক্রমনের শিকার হয় নিমাই। নিমাইয়ের সঙ্গী দের চঁচামেচিতে বাঘ নিমাইয়ের দেহ জঙ্গলের কিছুটা দূরে রেখে পালায়। এর পরে গ্রামবাসীদের ও বনদফতরের চেষ্টায় মঙ্গলবার সকালে মৃতদেহ উদ্ধার করে কুলতলির বন দফতর ও থানায় নিয়ে আসা হয়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে এ পি ডি আর কর্মী মিঠুন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনে ক্রমাগত বাঘের আক্রমনে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে।

কর্মসংস্থান নেই, ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন শয়ে শয়ে মানুষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা, বাসন্তী, ক্যানিং, গোসাবা সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষজন কর্মসংস্থানের জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন।একদিকে যেমন কর্ম সংস্থান নেই,তেমন আবার আয়লা,ফণী, বুলবুল বিধ্বস্ত এলাকার দরিদ্র মানুষজন পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্ন জোগাড়ের জন্য নিরুপায় হয়ে তামিলনাড়ু কেরল, দিল্লি, মুম্বই, অন্ধ্র প্রদেশ,মহারাষ্ট্র সহ কর্ণাটকের মতো রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে আয়লা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুন্দরবনের একফসলি চাষের জমি সবজী ক্ষেত সহ পুকুরের মাছ। সেই ধাক্কা কাটিয়ে কিছুটা সামাল দিয়ে ওঠার পর চলতি বছর মে মাস ও নভেম্বর মাসে ফণী আর বুলবুল যৌথ ভাবে সুন্দরবনের উপর পর পর আক্রমণ হেনে তছনছ করে ছিয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকা।আর সেই কারণে এক ফসলি চাষের উপর নির্ভরশীল সুন্দরবনের মানুষজন ব্যাপক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।পাশাপাশি এলাকায় কোনও কর্মসংস্থান না থাকায় অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন এই এলাকার সাধারণ দরিদ্র মানুষজন। আর সেই কারণে পরিবারের সদস্যদের মুখে অন্নসংস্থানের জোগাড়ের জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন শয়ে শয়ে মানুষজন।

সুবীর ঢালী, আলতাফ হোসেন সরদার, কঙ্কণ বারুই, মনিমোহন খাটুয়া'রা বলেন, এখানে থাকলে সংসারের বালবাচ্চাদের খাওয়াবো কি?বাইরের রাজ্যে গিয়ে ৬–৭ মাস কাজ করলে সংসার চালাতে অসুবিধা হবে না। এখানে পড়ে থাকলে খাওয়া জুটবে না। যার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য।

যাত্রীবাহী বাস চুরি করতে গিয়ে ধৃত হাওড়ার যুবক

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: রবিবার সকালে একটি যাত্রীবাহী বাস চুরি করে চম্পট দেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পরল হাওড়ার এক যুবক। জানা গেছে ঝাড়গ্রামের রগড়া তে বাস রেখে চা খেতে নামলে খালি বাস নিয়ে চম্পট দেয় হাওড়ার এক যুবক। পালিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার এক জায়গায় দুর্বল সেতুর কথা জানা না থাকায় বিপত্তি সেখানে।

গাড়ির গতি বেশি থাকায় প্রবল জোরে ব্রেক কষে। ফলে সামনে টায়ারে আগুন ধরে যায়। এরপরেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশেই পড়ে যায় বাসটি। ধরা পড়ে যায় চোর। এলাকার মানুষ তাকে বেঁধে চড় থাপ্পর মারলে সে হাওড়া থেকে এসেছে বলে জানায়। প্রায় সাথে সাথেই পুলিশ এসে যাওয়ায় তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ হারানোয় সামনের কাঁচ ভেঙে যায় বাসের চাকায় আগুন ও লেগে যায়। দিনের আলোয় আস্ত বাস চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজনীতি চতুর ও মিথ্যেবাদীদের, তাই ছেড়ে দিয়েছি : কুমার শানু

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার হেলিকপ্টার মোড় এলাকায় নিজের তৈরি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুদের সাথে দেখা করতে ও স্কুল পরিদর্শনে এলেন গায়ক কুমার শানু। বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের ও অভিভাবক সহ ক্যানিংবাসীদের সেলফির মুখে পড়লেন কুমার শানু। আর হাতের কাছে কুমার শানু কে পেয়ে ক্যানিংবাসী আনন্দে মাতোয়ারা এবং নিজেদের মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করার জন্য ব্যস্ত গ্রামবাসী। আর ক্যানিং এ এসে রাজনীতি ও নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন কুমার শানু। তিনি বলেন আমি রাজনীতি করি না। কারণ রাজনীতি চালাক চতুর ও মিথ্যাবাদীদের। আর আমি চালাক চতুর নই আর মিথ্যেবাদী ও নই। সেই কারণে আমি রাজনীতিকে ঘৃণা করি বলে এমন কথা বললেন শানু। কারণ সব রাজনীতির নেতারা জানেন আমার একটি ছোট্ট স্কুল রয়েছে ক্যানিংয়ে। আজকে ইস্কুলে ক্যানিংয়ের অনেক গরিব ও অনাথ শিশুরা পড়াশোনা করে। সেই স্কুলের ব্যাপারে অনেক রাজনীতি নেতাদের কাছে জানিয়ে কোনও সাহায্য পায়নি আমি। সেই কারণে আমি রাজনীতিকে পছন্দ করিনা বলে ক্ষোভ উগরে দেন।

বিজেপি রাজ খতম হতে চলেছে : পার্থ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : সারাদেশে বিজেপি রাজ খতম হতে চলেছে। সোমবার ঝাড়গ্রামে নাগরিকত্ব বিল নিয়ে এক মিছিলে যোগ দিতে এসে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোবপাধ্যায় এই মন্তব্য করলেন। দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, দেশ যেখানে চাইছে না সেখানে কোন কিছুই হবে না। তাই আজকে এই ভরাডুবি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এ বিষয়ে বাড়ি বাড়ি সোচ্চার হয়েছেন। সোমবার ঝাড়গ্রাম এর পুর ময়দান থেকে শুরু করে এক মহা মিছিল ঝাড়গ্রামের পাঁচমাথা মোড়ে এসে শেষ হয়।

মহা মিছিল শেষ হবার পরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষদের উদ্দেশ্যে নাগরিক পঞ্জি করণ এর যাবতীয় বিরোধিতার বিষয়গুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশের যোগীরাজ সেখানে একটি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে। সেখানে সাধারণ মানুষ খুন হচ্ছে, পুলিশ অফিসারের উপরে আক্রমণ চলছে যেখানে অন্য কোথাও হয়নি। শহরাঞ্চলের চাইতে গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে প্রচারটা কম হয়েছে । তাই প্রচার আরো ব্যাপক মাত্রায় বাড়িয়ে তুলতে হবে । যখনই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে এর কুফল গুলি কোথায় আছে । তখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন সাধারণ আমজনতা।

বিজেপির সভায় হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: কলকাতায় বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডার অভিনন্দন যাত্রা উপলক্ষে মিছিলে করে যাওয়ার পথে চলন্ত বাস থামিয়ে মারধোর করা হলো বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সোমবার এই মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানা এলাকার সোনাখালিতে। এদিন বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি উপকূল থানা এলাকা থেকে কলকাতায় দলীয় কর্মসূচি উপলক্ষে একটি বাসে চেপে বিজেপির কর্মী–সমর্থকেরা রওনা দিয়েছিল । অভিযোগ বাসটি যখন বাসন্তী থানা অতিক্রম করে সোনাখালিতে আসে, সেই সময়ে তাদের বাসটি জোর করে আটকায় প্রায় শ'দেড়েক তৃণমূল কর্মী। শুধু আটকানো নয়, তারপর বাস থেকে জোর করে একের পর এক বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের নামিয়ে মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই মারধরের ফলে জখম হয়েছে হরিপদ মন্ডল,সুশান্ত সর্দার,দুলাল গিরি,লক্ষণ সরকার ও রমেশ মন্ডল নামে পাঁচজন বিজেপি কর্মী সমর্থক। তাদের মধ্যে হরিপদ মন্ডল ও সুশান্ত সর্দারের আঘাত বেশি। সেই গন্ডগোলের খবর পেয়েই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে যায় বাসন্তী থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। মারধোরের খবর জানাজানি হতেই বহু দলীয় কর্মীরা হাসপাতালের সামনে জড়ো হয়ে যায়। পরে বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বাসন্তী থানায় লিখিত ভাবে এই হামলার ঘটনাটি জানিয়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এদিনের এই হামলা প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লকের চার মণ্ডল বিজেপির সভাপতি রমেশ মাঝি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের এদিন কলকাতার যে দলীয় কর্মসূচি ছিল সেই জন্য বাস ভাড়া করে আমরা দলীয় কর্মী–সমর্থকদের নিয়ে যখন আসছিলাম সেই সময় সোনাখালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা আমাদের বাস জোর করে থামায়। তারপর বাস থেকে দশজনকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যাতে বাসন্তী থেকে কোনও বিজেপি কর্মীরা কর্মী–সমর্থকরা কলকাতায় দলীয় কর্মসূচিতে হাজির হতে না পারে। তাই আমরা পুরো ঘটনাটি জানিয়েছি পুলিশকে।পুলিশ দুষ্কৃতীদের কে গ্রেপ্তার করেছে।'

যদিও এই হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন বাসন্তী ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান ওরফে মন্টু গাজী। তিনি বলেন 'বিজেপির লোকজন বাসে করে আসার সময় একটি টোটোকে ধাক্কা মারে। আর তা থেকেই গন্ডগোল হয়েছে বলে শুনেছি। নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে দেখে যেভাবেই হোক তৃণমূলকে বদনাম করতে এই মিথ্যা অভিযোগ আনছে বিজেপির বাসন্তী নেতৃত্ব ।এক কথায় অত্যন্ত নিন্দনীয়।

অন্যদিকে, বিজেপির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

উত্তরের আঙিনায়

তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: দুটি তাজা বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়ালো দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রথম খন্ড লাংগুলিয়া গ্রামে। সোমবার এই বোমা দুটি উদ্ধার হয়। কিভাবে ওই বোমা দুটি ওই স্থানে এল এবং এর পেছনে কারা জড়িত তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রথম খন্ড লাংগুলিয়া গ্রামের পাতি মিলের পাশে দুটি তাজা বোমা দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে । পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা দুটি উদ্ধার করে। ওই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা নিয়ে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। দিন কয়েক আগে দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের মর্নেয়া এলাকার থেকে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ এবং লোকসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই সংঘর্ষ বোমাবাজি সহ নানা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয়ে আসছে হামেশাই। কোন একটি রাজনৈতিক দল এই বোমা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকায় আমদানি করেছিল বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করেন। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, এদিন যে বোমা উদ্ধার হয় সেই বোমা যদি কোনো শিশুর হাতে পড়তো তাহলে বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

স্পিড ব্রেকারে খুশি শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন অলিগলিতে দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে ছোটা বখাটে ছেলেপুলের অত্যাচার রুখতে এবার পথে স্পিড ব্রেকার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। শনিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হল স্পিড ব্রেকার। পথে স্পিড ব্রেকার লাগানোর ফলে খুশি শহরবাসী।

মোবাইল চুরি গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: মোবাইল চুরির অপরাধে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট থেকে গ্রেপ্তার হল তিনজন। তিনজনের কাছ থেকে মোট একুশটি মোবাইল পাওয়া গেছে ।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পানিট্যাঙ্কি আউটপোস্ট –এর পুলিশের অভিযানে শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট থেকে গ্রেফতার তিন। দুষ্কৃতীদের নাম প্রশান্ত সাহা,কার্তিক দাস ও কৃষ্ণেন্দু সরকার।ধৃতদের শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

পথদুর্ঘটনা আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা বেঙ্গল সাফারির কাছে,গতকাল রাত একটার সময় ঘটে এই দুর্ঘটনা,একটি বাইক একটি ইন্ডিকাকে পাশ কাটাতে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কালভার্টে ধাক্কা খায়, রাত গভীর হওয়াতে সে সময় কেউ ছিলো না, মাঝরাতে প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় অনেকেরই, স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে বাইক আরোহী দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান, শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে আহতদের চিকিৎসা চলছে।

তৃণমূলের লুঙ্গি পরে মিছিল বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিনহাটা: দিনহাটা ২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ থানা এলাকার নিগম নগরে এক বিজেপি কর্মীকে তাদের দলীয় পার্টি অফিস থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গতকাল রাত আটটা নাগাদ দিনহাটা থানার নিমনগর ঘাটপার এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিজয় বর্মন নামে স্থানীয় এক বিজেপি কর্মী। বর্তমানে জখম এই বিজেপি কর্মী ভর্তি রয়েছেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুদেব কর্মকার সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করে বলেন, দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহর নেতৃত্বে গতকাল দিনহাটা শহরে লুঙ্গি মিছিল করা হয়, গ্রাম–গঞ্জ থেকে লুঙ্গি বাহিনীকে নিয়ে এসে এই মিছিল করা হয়েছে! মিছিলের পর নিগমনগর এলাকার কিছু লোকজন যখন মিছিল করে ফিরে আসে সেই সময় নিগম নগরের লাঙ্গোলিয়ায় পার্টি অফিসে বসে ছিলেন আমাদের ওই কর্মী। তাকে পার্টি অফিস থেকে ডেকে বাইরে বের করে বেধড়ক মারধোর করা হয়! মাথায় দশটা সেলাই পড়েছে তার। বর্তমানে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তৃণমূলের স্থানীয় নেতা পঞ্চায়েত প্রধান তাপস দাস এর নেতৃত্বে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

বিজেপির এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন বরসাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টিএমসি নেতা তাপস দাস। তাপস দাস বলেন, বিজেপি নিজেদের মধ্যে মারপিট করেছে গতকাল। নিগমনগর এলাকায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল রয়েছে, পুরনো বিজেপি এবং নতুন বিজেপি এদের এই দুটো গ্রুপ রয়েছে এখানে, এদের গোষ্ঠীদ্বন্দে গতকাল বিজেপির পার্টি অফিসে মারপিটের ঘটনাটি ঘটেছে । এতে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

মানবিক পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর: বিভিন্ন সময়ে দোষীদের ধরতে তৎপর দেখা যায় পুলিশ প্রশাসনকে। কখনও বা সাধারণ মানুষ বাহবা দেন তাদের কখনও বা ফেটে পড়েন প্রবলভাবে। এই চরম অনিশ্চয়তার ভারী গুরুদায়িত্ব পালন করার ফাঁকে বুধবার কোচবিহার সদর ট্রাফিক ওসি রতন চন্দ্র রায়ের মানবিক রূপ দেখল কোচবিহারবাসী। কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুর বাড়ির সামনে প্রচুর দুস্থ মানুষ প্রতিদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসেন। তাপমাত্রার পারদ যতই নামতে থাকে ততই তাদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। এমত অবস্থায় দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করার সময় রতন বাবুর চোখ পড়ে সেই দুস্থ মানুষগুলির দিকে। অবশেষে বড়দিন কে সাক্ষী রেখে প্রায় ৫০ জন দুস্থ মানুষকে কম্বল ও মিষ্টিমুখ করিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার সদর ট্রাফিক ওসি রতন বাবু বলেন, প্রতিদিন কাজে যোগদান করার সময় তিনি ঠাকুরবাড়িতে প্রণাম করে যান আর সেই সময়ই এই মানুষদের অসহায়তার চিত্র তার সামনে ফুটে ওঠে। তখনই তিনি ঠিক করেন তার যথাসম্ভব দিয়ে তিনি চেষ্টা করবেন এই মানুষগুলিকে একটু স্বস্তি দেওয়ার। এমত অবস্থায় বড়দিনকেই বেছে নিলেন। স্বভাবতই পুলিশের এই মানবিক আচরণে খুশি কোচবিহারের পুলিশ মহল থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেই।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় কোন কেন্দ্রে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়–এর কর্তৃত্ব নিজের দখলে রেখেছিলেন নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় তুফানগঞ্জ শহরের ১ ওয়ার্ডের ১৩৫ ও ১৩৭ হোল্ডিং রইলেও,২০১৬ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তার কর্তৃত্ব বলে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়কে তার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অন্দরান ফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলে দাবি করতেন। সেই কারণ দেখিয়ে তিনি তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় কর্তৃত্ব ফলাতেন।

বুধবার দুপুরে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তুফানগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান অনন্ত কুমার বর্মার বাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এমন গুরুতর অভিযোগ করলেন তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত তুফানগঞ্জ–এর বিধায়ক ফজল করিম মিয়া।

ফজল বাবু জানান, আমরা মহকুমাশাসকের মাধ্যমে জানতে পারি তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় তুফানগঞ্জ পুরসভার ১ ওয়ার্ডে অবস্থিত। আগামী দিনে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, তুফানগঞ্জ–এর বিধায়ক দলীয় কোনও কর্মসূচিতে অংশ নেন না। তিনি কোনও তথ্য জানেন না। তথ্য জেনে মন্তব্য করা উচিত। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়টি তার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অন্দরান ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ সম্মেলন

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার : অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের কোচবিহার জেলা ২৩তম সম্মেলন হলো স্থানীয় রেডক্রস ভবনে। শনিবার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য জয়ন্ত পাঁজা,কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রক্তিম সরকার এবং শান্তনু সরকার সহ সেলস কর্মীরা।

এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শ্রম আইনে চারটি কোড নিয়ে এসে মালিকের হাতকে শক্ত করার বিরুদ্ধে আগামী দিনে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হয় এদিন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক ভাস্কর সান্যাল জানান যে,সেলস কর্মীদের ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা মাসিক মজুরি প্রদান করতে হবে। শ্রম আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে আগামী ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে।আজকে এই সম্মেলন থেকে সাতজনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত হন ভাস্কর সান্যাল। আগামী ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ওয়েস্টবেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রায় ৩০০ জন সেলস কর্মীকে নিয়ে এক সুসজ্জিত মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

সিকিমে নো এন্ট্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সিকিমে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না পর্যটকদের, আজ সকালে পর্যটকদের তিনটি গাড়ি সিকিম বর্ডারে আটকে দেয় সিকিম পুলিশ সকালে সিকিম বর্ডারে বাঙালি পর্যটক সহ তিনটে গাড়িকে সিকিমে ঢুকতে দিলো না সিকিম আর্মি এবং সিকিম পুলিশ। যাত্রীরা অনেক বোঝানোর পরে ব্যার্থ হয়ে ফিরে যান। তারা জানান সিকিম আর্মি এবং সিকিম পুলিশকে সমস্ত কাগজপত্র দেখানোর পরেও তারা তাদের ঢুকতে বাধা দেয়। সিকিম প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কোনও সমস্যার কারনেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।শীগগীরিই তার সমাধান করা হবে,তবে পর্যটকদের ফিরে আসা নিয়ে এখনো কোনও মন্তব্য করে নি উত্তরবঙ্গ পর্যটন দপ্তর।

নিঃশর্ত দলিল প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিদ্যাসাগর উদ্বাস্তু কলোনির বাসিন্দাদের কোচবিহার পুরসভার উদ্যোগে নিঃশর্ত দলিল প্রদান করা হলো মঙ্গলবার। এদিন বিদ্যাসাগর কলোনির দুর্গাবাড়ি মন্দিরের সামনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বাস্তু মানুষদের হাতে নিঃশর্ত দলিল তুলে দিলেন কোচবিহার পুরসভার পুর প্রধান ভূষণ সিং, কোচবিহারের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ বিষ্ণুব্রত বর্মন প্রমুখ ।

এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে নিঃশর্ত দলিল প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো এদিন। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ২১জনকে নিঃশর্ত দলিল প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে পৌরপতি ভূষণ সিং বলেন, আগামী দিনে এই এলাকায় আরও অনেক পাট্টা দেওয়া হবে এবং তার পাশাপাশি শহরের যে সমস্ত ওয়ার্ডে এখনো উদ্বাস্তু মানুষেরা নিঃশর্ত দলিল বা পাট্টা পাননি, তাদেরকে যত দ্রুত সম্ভব পাট্টা প্রদান করা হবে প্রশাসন ও পুরসভার পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই পাট্টা দেওয়ার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোচবিহার পুরসভা বলে জানান তিনি।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ – ৩ জানুয়ারি, ২০২০

নাগরিকত্ব যখন দেশভাগের বলি

রাজ্যে এই মুহূর্তে যেন সেই দেশভাগের সময়ের ট্রেলার দেখছি আমরা। সেদিনের সাদা কালো আজ রঙিন ছবি হয়ে ধরা দিয়েছে। সেদিনের বর্ণময় চরিত্রে মূলত মাউন্টব্যাটেন, জিন্না, জওহরলাল এবং গান্ধিজীর ভূমিকাকে আমরা দেখেছি। ইতিহাসের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে খণ্ডিত ভারতের আকাশে বাতাসে। সেদিনের সিঁদুরে মেঘ আজও দেশ ভিখারি নাগরিকের মনে গভীর বেদনার ঝংকার দিয়ে যায়।

ব্রিটিশের বদান্যতায় এবং তৎকালের জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা লাভের উদগ্র পিপাসা শেষ করে দিয়েছিল অখণ্ড ভারতের বহু সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, জীবন জীবিকা। রাতারাতি সিমলা পাহাড়ে এক চুক্তির বিনিময়ে দেশটা পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের হানাহানিতে সেদিন বহু নিরীহ মানুষ বুঝতেই পারলেন না, জানতে দেওয়া হলো না দেশটা হঠাৎ এমন করে ভাগ করে দেওয়ার অধিকার কিভাবে দেশের নেতারা পেলেন। গঙ্গা সিন্ধু পদ্মা দিয়ে কালের নিয়মে অনেক জল বয়ে গেছে দেশভাগের সেই গোপন চুক্তির অনেক কিছুই আজও প্রকাশ্যে আসেনি। ১৯৪৭–এর দেশ ভাগ থেকে ১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচন মধ্যবর্তী সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের নাগরিকত্বের অবস্থান কি ছিল তা আজও ধোঁয়াশা। দেশ ভাগের সমস্ত চুক্তির শর্তাবলি আজও প্রকাশ্যে আসেনি এই নিয়ে একালের রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীদের সামান্যতম মাথা ব্যথাও নেই। এরপর ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের খান সেনাদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের গণ অভ্যুত্থান এক চিরকালীন ঐতিহ্যের সাক্ষী। মুক্তি যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ যার অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু তাদের রক্তে ভেসে গিয়েছিল পূর্ব বঙ্গের মাটি। অবশেষে স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশ শাসন শুরু হলেও কিছু দিনের মধ্যে ইসলাম রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। সে দেশে ক্রমশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। সম্পত্তি দখল নারী নির্যাতন সে দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক সময় সত্য কথা বলার অপরাধে তসলিমা নাসরিনের ওপর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গ বন্ধু মুজিবর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় মৌলবাদীদের দাপটে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। মুজিব কন্যা হাসিনা চেষ্টা করলেও এরশাদ জামানার সেই লুঠতরাজের মানসিকতাকে নির্মূল করতে পারেনি। দলে দলে হিন্দু পরিবার সবকিছু হারিয়ে তাদেরই মাতৃভূমি এপার বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয় সঙ্গে 'উদ্বাস্তু' তকমা নিয়ে। এদেশের রাজনীতিকরা বিশেষ করে বাংলার তৎকালীন কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট নেতারা, তাদের আশ্রিত বুদ্ধিজীবীরা কখনও নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে তাদের নাগরিকত্বের দাবিতে সোচ্চার হয়নি। তসলিমা নাসরিনকেও (প্রগতিশীল) বাম আমলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালাতে হয়েছিল। এসবই সাম্প্রতিক ইতিহাস। আজ যখন দেশ জুড়ে নাগরিকত্ব নিয়ে সম্পত্তি হানি প্রাণ হানি ঘটছে তখন নির্বিকার বর্তমান প্রজন্মের নেতা নেত্রীরা। তারা ভুলেও তসলিমাকে এদেশে ফেরানোর কথা বলছে না কিংবা নাগরিকত্ব আইনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কর্মীদেরকে নিয়ে শিক্ষিত করার কথা ভাবছে না।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মই উপাসনা

দ্বিতীয় সোপান পবিত্রতা। তৃতীয় সোপান মনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সদসৎ বিচার কর। অনুভব কর, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। যদি ক্ষণেকের জন্যও মনে কর, তুমি ঈশ্বর নও, তবে 'মহদভয়'এ আক্রান্ত হইবে। যখনই চিন্তা করিবে 'সোহহং', তখনই অফুরন্ত শান্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। ইন্দ্রিয়গুলি বশীভূত কর। কেহ আমাকে অভিশাপ দিলেও তাহার

মধ্যে আমার ঈশ্বরকেই দেখা উচিত। আমার দুর্বলতাবশতই তাহাকে আমি অভিশাপকারী মনে করি। যে দরিদ্র ব্যক্তির তুমি উপকার কর, সেও তোমাকে উপকার করার সুযোগ দিতেছে। ঈশ্বরই কৃপাবশতঃ তোমাকে ঐভাবে তাঁহার পূজা করিবার অধিকার দেন।

পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সবকিছু করিতে পার। অনন্ত শক্তিকে বিকশিত করিতে যথোচিত যত্নবান হও না বলিয়াই বিফল হও। যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তাহার বিনাশ।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত বা অভদ্র গালাগালি দ্বারা দ্বানো যায় না। যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই মুষ্টিমেয় 'গ্রীক' কথা বলে। ভুল ত্রুটি কিছু না কিছু সর্বদাই থাকিবে, সেজন্য দুঃখ করিও না। গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হও। মনে করিও না, 'যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আহা! যদি আরও ভাল হইত!' মানুষের মধ্যে যদি দেবত্ব না থাকিত, তবে সব মানুষ যতদিনে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা করিতে করিতে উন্মাদ হইয়া যাইত।

কেহই পড়িয়া থাকিবে না, কেহই বিনষ্ট হইবে না। সকলেই পরিণামে পূর্ণতা লাভ করিবে। দিনরাত বল, 'ভ্রাতৃগণ, ওঠ, এস। তোমরাই পবিত্রতার অনন্ত সাগর! দেবতা হইয়া যাও, ঈশ্বররূপে প্রকাশিত হও।'

ফেসবুক বার্তা

বড়দিনে প্রভু যীশুকে স্মরণ করে এমনও ছবি দেখা গিয়েছে।

অবশেষে প্রমাণ হল ইভিএম নেহাতই গোবেচারা

নির্মল গোস্বামী

সিএএ–র ধাক্কায় টলমল দেশ। বিরোধীরা এক কাট্টা। বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী না ছাড়ার পণের মতো আত্মঘাতী আন্দোলনে সামিল বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দল। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করা আত্মঘাতী বৈকি? ভুলে গেলে চলবে না যে এই ভারত ইংরেজ শাসনাধীন নয়। স্বাধীন দেশের সংবিধান মেনে রাজনৈতিক নির্বাচন কমিশন দ্বারা রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রাপ্ত নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটা দল শাসন ক্ষমতায় আছে। পার্লামেন্টের সমস্ত আইনকানুন মেনে তারা একটা আইন পাশ করেছে। রাজ্য সভায় গরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও তারা বিল পাশ করিয়েছে– সবটাই বৈধ ভাবে। তাহলে সেই বৈধ আইনের বিরোধিতা করতে হবে বৈধ পথে। সন্ত্রাস করে নয়। সন্ত্রাস করলে ধরে নেওয়া হবে এটা সংবিধান, সংসদীয় প্রথার বিরোধিতা করা। যে ভাবে আন্দোলন হয়েছে তাতে মনে হয় আমরা যেন সেই পরাধীন জাতি। তাই ইংরেজের ট্রেন জ্বালাও, পোস্ট অফিস জ্বালাও, থানা জ্বালাও। আবার পুলিশি বর্বরতার খবরও আসছে। তারাও যেন সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই নিয়ে ভারতবাসী মেতে আছে। এদিকে দৈনন্দিন জীবনের আশু দাবীদাওয়া সব চাপা পড়ে গেছে।

এই সব অনেক কিছু চাপা পড়ার মধ্যে একটা সত্যের মুখোমুখি হয়েছি আমরা। আমরা জানি মোদী অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিজেপিও অনেক মিথ্যা দাবি করে এসেছে বিরোধী অবস্থায়। কিন্তু একটা জায়গায় বিজেপি অত্যন্ত সৎ। আর সব বিরোধী দল ভণ্ড। সেটা হল ইভিএম–এর ক্ষেত্রে। মহারাষ্ট্র বিধান সভায় ভোট হল। পশ্চিমবঙ্গে তিনটি উপ নির্বাচন হল, আবার সদ্য ঝাড়খণ্ডের ভোট হল। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবাসীরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ইভিএম নিয়ে কেউ কোনও কথা বলল না। তৃণমূল সুপ্রিমো থেকে আরম্ভ করে রাহুলবাবা সহ বামপন্থীরা কারো মুখে রা নেই। আশ্চর্য বই কী! নির্বাচন কমিশন কী যাদুমন্ত্রে এদের বশ করল তা জানতে এবং জনগণকে জানাতে বড্ড ইচ্ছা করছে। তৃণমূল নেত্রী ব্যালটে ভোট চাই বলে মিছিল পর্যন্ত করেছেন। তিনিও চুপ আর সঙ্গতকারীরাও চুপ। ইভিএম মেশিনে কারচুপি করা যায়। এই দাবি বিজেপি ছাড়া সব দল করেছে। কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আবার মহারাষ্ট্রে তারাই ক্ষমতায়। নির্বাচন কমিশন নাকি বিজেপি মুখপত্র হয়ে কাজ করে। তাহলে এতো সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে ইভিএম এ প্রযুক্তি কারচুপি করে আর গোটা কতক সিট বাড়িয়ে নিতে পারল না কেন? ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে একইভাবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অমন গো হারা হারল কেন?

এখানে প্রশ্ন হল হল যে মেশিনে কারচুপি করার যায় এবং সুযোগ পেয়েও বিজেপি কারচুপি করল না এটা কি বিজেপির মহত্ত্ব না সত্যিই কারচুপি করা যায় না। কোনটা ঠিক? এই প্রশ্নে উত্তর দেবার মতো কিছু নেই বিরোধীদের।

হয় বিজেপির মহত্বকে স্বীকার করতে হবে। নয় তো নিজেদের মিথা প্রচারের কথা মেনে নিতে হবে নত শিরে। এতো দিন জনগণকে তারা ভুল বলেছে। নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছে ই ভি এম–এর উপর। সত্যটা হল এই যে বিজেপি নির্বাচনে জিতলেই ই ভি এম–এর কেরামতি। আর বিজেপি হারলেই ই ভি এম ঠিক।

আমাদের দেশের বিরোধী দল গুলো কতটা দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল তা এই একটি ঘটনাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। রাষ্ট্রের একটা স্বশাসিত সংস্থা নির্বাচন কমিশনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা ইভিএম এর কারচুপি করা যায় বলে চিৎকার করা পরিণত রাজনৈতিক বোদ্ধার উদাহরণ নয়।

এমন অবমিশ্রকারিতা তারাই করতে পারে যাদের আস্থা নেই রাষ্ট্র ব্যবস্তার প্রতি। সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করে বসে। আসল কথা হল ক্ষমতার লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতি জনগণের আস্থা যাতে বাড়ে সেই কাজ করা উচিত রাজনৈতিক দল গুলোর। এখানে উল্টো চিত্র ধরা পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে পাঁচজন বিচারক একমত হয়ে অযোধ্যা মামলার রায় দিল। বাদী বিবাদী পক্ষ উভয়েই সন্তুষ্ট না হলেও রায় শিরোধার্য্য করল। আর কোনো পক্ষে না থেকে এসইউসির সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ লিফলেট জারি করে বলছে অযোধ্যা মামলার রায় একটা 'ঐতিহাসিক প্রহসন'। দেশের প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিশ্বাসের বিষ ছড়াচ্ছে রাজনীতির নামে। এটা রাষ্ট্র বিরোধী কাজ। তাহলে প্রশ্ন হল রাষ্ট্রের চরিত্র কি সাম্প্রদায়িক? নেহেরু, ইন্দিরা বামপন্থীরা মিলে এ কোন রাষ্ট্র নির্মাণ করেছে?

বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের একটা বড় অংশের জনগণের মনে ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে পক্ষান্তরে। এবং সুযোগ পেয়ে এনআরসি বিরোধের নামে রাষ্ট্রের উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার একটা প্রয়াস চোখে পড়ল।

এর দায় আর সব রাজনৈতিক দলগুলোকে নিতে হবে। কথায় কথায় সাম্প্রদায়িক বলে বিজেপিকে দেখে নেওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে বিরোধীরা।

যারা বলছে ধর্মের নামে বিভাজন চলবে না তাদের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়– তারা শাসন কার্য পরিচালনায় ধর্মের বিভাজন করেছে। ইমামভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা কিসের ভিত্তিতে চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার? প্রাইমারি স্কুলে মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা ৫০% নম্বর পেলে (স্কলারশিপ) মেধাবৃত্তি পায়। কোনও হিন্দু ছাত্র তা পায় না। ছাত্রদের মধ্যে ধর্মের এই বিভাজন সৃষ্টি করছে শাসক দল। জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রথা ৭০ বছরের জেঁকে বসে আছে সমাজের বুকে। আজও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সরকারি সহায়তা পাওয়া চালু করল না। একই দেশের মধ্যে জাতের নামে ধর্মের নামে এই বিভাজন কি বিজেপি তৈরি করল। এই ছ'বছরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন 'বেশ করব তোষণ করব' যে গরু দুধ দেয় তার লাথি খাবো' তখন কি ধর্মীয় বিভাজন মুছিয়ে দেওয়ার প্রয়াস হয়?

ভারতের রাজনীতিকরা শাসনক্ষমতা উপনিবেশিক শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছে। তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল এর নীতিটাও আত্মস্থ করেছে অতি সহজেই। ভেদ ভাবনা শুধু শাসকের মনে থাকলে চলবে না। জন সাধারণের মনেও তা সঞ্চারিত করলে তবেই তার সুফল পাওয়া যায়। আর সেই কাজটাই রাজনীতির কারবারীরা করে চলেছে নিরন্তর ভাবে। এই পথ থেকে সহজে বের হওয়া যাবে না।

কারণ প্রাক প্রাক স্বাধীনতা যুগে একদিকে কবি নজরুল আর একদিকে মহাত্মা গান্ধিজীর মতো ব্যক্তিত্বের শত প্রয়াস সত্ত্বেও ধর্মের বিভাজন এবং দেশভাগ রোখা যায়নি। ভারতে যে হেতু দুই ধর্মের প্রভাব প্রবল তাই সেই ভেদ ভাবনার নির্যাসও রয়ে গেছে সমাজ মননে। নেতাদের মুখের কথায় বা রাস্তায় মিছিল করলেই তা মুছে যাবে না। আমাদরে ধর্মীয় এবং প্রাদেশিক ঐক্য যেটুকু আছে তা রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার তাই সংবিধানিক প্রতিষ্ঠান গুলোর মূল্যও অপরিসীম। এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন মানেই হল বিভাজনে রাস্তাকে সুগম ও সুলভ করে তোলা।

উদ্বাস্তু ইতিহাস অতিক্রম করে চাই উজ্জ্বল ভারত

অমিতাভ সেন

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মা বিভাগশঃ– শ্রীভগবান বলছেন গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। বর্ণভেদ বংশগত ছিল না। একই পরিবারে বৈদিক এবং তৎপরবর্তী যুগে চারবর্ণের লোক দেখা যেত। পিতা পূজা অর্চনা বিদ্যাদান করেন– তিনি ব্রাহ্মণ। এক পুত্র দেশরক্ষা করেন তিনি ক্ষত্রিয়। ব্যবসায় যিনি নিয়োজিত তিনি বৈশ্য। সমাজে সেবাকর্ম যিনি করেন যেমন নার্সিং বা পরিবেশ রক্ষা করেন তিনি শুদ্র। আবার একই মানুষ সকালবেলায় সন্তানকে পড়ানো থেকে যে কাজগুলো করেন তাঁর মধ্যে চারটে বর্ণধর্মের লক্ষণও দেখা যেতে পারে। কালের কুটিল গতিতে এবং শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় গুণগত বর্ণাশ্রম ধর্ম বংশগত জাতি অভিমানের রূপ নিলো। ব্রহ্মার মস্তক থেকে ব্রাহ্মণ, হস্ত থেকে ক্ষত্রিয়, ভুরু থেকে বৈশ্য এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্রের উৎপত্তি। কেউ বুঝলো না উৎসটা ব্রহ্মার শরীর। ব্রহ্মার মাথাও যা পাও তাই। বুঝেছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত হরিচাঁদ–গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ। বোঝেনি যোগেন মণ্ডল। পূর্ববর্তী গণ বলতেন ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ওঁ শূদ্রায় নমঃ। এই থেকেই এলো নমোশূদ্র। যাঁদের অধিইকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি এদের কাছ থেকে ভোট নিয়ে এতোদিন রাজ করেছে, রেখেছে ভোটার করে নাগরিক করেনি। এই তিনকোটি পরিবার ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ব্যবসা, চাকরি, জীবনের কোন সুযোগই পান না। দিল্লির আদর্শনগর, বাড়মের ও বহু স্থানে অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে কয়েক কোটি মানুষ দিনগুজরান করছেন গত ৭২ বছর ধরে। সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫৫ এর ২০১৯ সালের অ্যামেডমেন্ট এই বিশাল জনসংখ্যাকে আশার আলো দেখাচ্ছে। এই সংশোধনী এই মানুষদের নাগরিকত্ব দেবে, কোনো মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে না। এই নতুন নাগরিক হচ্ছেন তাঁরা যারা গান্ধিজীর প্রতিশ্রুতি : দেশ ভাগ হবে আমার শব দেহের ওপর : এই উক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দিল্লিতে প্রার্থনা সভায় লাহোর/করাচি থেকে আসা বিশাল ব্যবসায়ী সমাজ বাপুজিকে প্রশ্ন করেছিলেন, মৌনব্রতী হোনা হ্যায় তো, হিমালয় চলা যাও। জানুয়ারি কা ঠণ্ড মেঁ হম লাখোঁ আদমি দিল্লি কা রাস্তে পর ভুগত রঁহে হ্যঁয়। হমলোগ তো ভিঙমাঙ্গা নহী থেঁ। হমলোগোঁ কা ক্যায়া হোগা? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মোদীজি। দিল্লির আনঅথরাইজড সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে চল্লিশ লক্ষ পরিবার উপকৃত হলেন।

পশ্চিমবঙ্গেও একই চিত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের অনেক পরিবার সন্তানদের শিক্ষার কারণে কলকাতায় বসত করেন। দেশভাগের পর এই পরিবার গুলোই পদ্মাপাড়ের তাঁদের গ্রামবাসীদের আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠেন। এবং বাইরে যে অসংখ্য পরিবার শেয়ালদা স্টেশন, বঁনগায় খেলার মাঠে কোনক্রমে মাথা গুজেছিলেন তাঁদের অবর্ণনীয় দুর্দশার

চালচিত্র কোমলগান্ধার, মেঘে ঢাকা তারা প্রভৃতি ছবি গুলোতে ধরা আছে। এঁদের মধ্যে এমন বিদ্বৎজন ছিলেন যিনি বাঙ্গলা শব্দকোষ লিখেছিলেন, আর ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে যৌবন উৎসর্গ করা অগণিত বিপ্লবী। এর মধ্যে একশ্রেণির মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে স্বীকার করতে চান না ওয়াহাবী পন্থী জেহাদি মুসলমানদের হাতে তাঁদের মা মাসি বাপ জ্যাঠার কি মাত্রায় হেনস্থা হতে হয়েছিল। সুনীল গাঙ্গুলি 'অর্ধেক জীবন' উপন্যাসে লিখছেন 'এসব কথা মনে করে কি হবে?' হবে এটাই বাংলাদেশে বইয়ের কাটতি কমবে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী (বিখ্যাত উক্তি : আমরা ভদ্রলোক নই, আমরা কম্যুনিস্ট) ১৯৫১ সালে পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে শেয়ালদা স্টেশনে এসেছিলেন। তিনবছর পর বোড়ি–বিছানা নিয়ে পুনরাগমনায় চ। এবার উদ্বাস্তুরূপে। দক্ষিণী বার্তা পত্রিকায় প্রিয়দাস মুন্সী লিখেছেন দেশ ছাড়ার মনোরম কাহিনী। তখন প্রিয়র বয়স এগারো বছর মাত্র। ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেন্ট খুব আদর করে পোস্তর তরকারি, পেঁয়াজ লংকা চটকে পান্তা ভাত খাইয়ে তবেই ছেড়েছিলেন। মা ও পিসিদের চোখ দিয়ে জল ঝরছিল, হয়তো পেঁয়াজের ঝাঁঝ লেগে। তাঁদের গয়নাগাটি, জিনিসপত্র সব তিনি সময়মতো পৌঁছে দেবেন কসম খেয়ে বালুর ঘাটে যাবার সোজা রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট মহোদয়। আহা! কর্ম্মকার মশায় কি দয়ালু! পাঁঠাটাকে কতো যত্নে স্নান করিয়ে গলায় জবার মালা, কপালে সিঁদুর পরিয়ে এক কোপে পরমপিতার কাছে পৌঁছে দিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর কসম রেখেছিলেন কিনা প্রিয়দা বলেন নি। তবে প্রথমবার এমপি হবার পর তিনি বাংলাদেশে সাবেক ভিটেয় গেছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবের এন্তেকালের পর তদীয় ঔলাদ এখন শের। তিনি দেখালেন যেখানে প্রিয় পরিবারের চণ্ডীমন্ডপ ছিল আজ সেখানে বিশাল এতেম খানা, সংলগ্ন বিশাল জমিতে আব্বুর নামে প্রাইভেট কলেজ ও হসপিটাল। এইসব স্যুডো সেকুলার নেতাদের বলতে ইচ্ছে করে– তুমি ধন্য, ধন্য হে।

আমার পরিচিত এক হাইলি পোস্টেড সরকারি অফিসর ট্যুইট করেছেন সিটিজেন শব্দটার ডেফিনেশন স্থির করার পর সিএএ২০১৯ করা উচিত ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইসলামিক স্টেট ঘোষিত হয়ে গেছে। সংবিধান প্রণেতারা সিটিজেন শিপএর কোনো রিজিড ডেফিনেশন দিতে চান নি। গান্ধিজী ওই সব ইসলামিক স্টেটএর সংখ্যালঘু (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান) দের আশ্বস্ত করেন ভারতের দরজা তাঁদের জন্য সর্বদা খোলা থাকবে। নেহরু লিয়াকৎ চুক্তির পর নেহরুও একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খোদ লোকসভায়। যার ফলশ্রুতি সিএ ১৯৫৫ যা পাঁচবার সংশোধিত হয়েছে। শেষ দুবার হয়েছে ২০০৪ এবং ২০০৯ সালে ডঃ মনমোহন সিং এর আমলে। এই কালেই তৃণমূল সুপ্রিমো অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লোকসভার ওয়েলে নেমে প্রবল বিরোধ করেছিলেন। আজ বদলে গেল মতটা। পূর্ববঙ্গ থেকে যতো উদ্বাস্তু ১৯৭১ সালের মধ্যে এসেছিলেন তাঁদের উত্তরপুরুষ পদ্মা–তিতাস–মেঘনার পরিবেশ পরিমণ্ডল ভুলে গেছে। যে জেহাদী দ্বিজাতি তত্ত্বের শিকার হয়েছিলেন (হিন্দু সংখ্যা ২৩% থেকে ৬% নেমে এসেছে) পূর্বপুরুষ, উত্তরসুরীরা তাদেরই চিনতে পারছে না। শাহদাত, রোজা, নামাজ, জাকাত, হজ এই পাঁচ তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে ইসলাম সে মানুষকে রেল লাইন ওপড়াতে উৎসাহ দেয় না, দুদিনে ১২২ কোটি টাকার (শুধু পশ্চিমবঙ্গে) জনগণের সম্পত্তি ধ্বংস করার প্রশ্রয় দেয় না। পবিত্র পয়গম্বরএর প্রয়ানের কয়েক শতকের মধ্যে ইসলামে দুটো স্রোত দেখা যায় : রিলিজিয়াস ও পলিটিকাল ইসলাম। প্রথমধারা এথিক্যাল এবং দ্বিতীয় অ্যাগ্রেসিভ ওয়াহাবী ভাবনায় সংপৃক্ত।

লেবানন ছিল সমৃদ্ধ দেশ– মানুষ মূলতঃ খ্রিস্টান। এদেশের রাজধানী বেইরুট, ব্যাংকিং ব্যবসা অত্যন্ত উন্নত। এন ইভনিং ইন প্যারিস এর স্যুটিং হয়েছিল এখানেই। ৭০ দশকে আমাদের এখানে যখন চলছে নকশালি আন্দোলন, তখন জর্ডনে চলছে জেহাদি আক্রমণ। লেবাননের উদার পন্থী সমাজ প্যালেস্টানিয় উদ্বাস্তুদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করলো। এই উদ্বাস্তু কালক্রমে হামাস উগ্রপন্থী হয়ে গেল আশ্রিতরা আশ্রয়দাতাদের মারতে শুরু করলো। যেখানে মসজিদ আছে, আল্লার নামে সিজদা হয় সেখানে কাফেরদের গডএর নামে প্রার্থনা চলবে না। এই ছিল দাবি। ঠিক আজকে যেমন বাঙলাদেশে হিন্দু বাড়িতে সন্ধেবেলায় শাঁখ বাজাতে দেওয়া হয়না, রসমা সিরিয়াও এককালে ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত জন অঞ্চল। পবিত্র পয়গম্বর সিরিয়াতে ব্যবসা করতেন অত্যন্ত সততার সঙ্গে। এখানকার মানুষ ছিল উন্নতমনা। নিরাকার আল্লাতালার এথিকস গভীরভাবে মেনে নিয়েছিল– ধর্মপ্রাণ মুসলমানে পরিণত হয়েছিল– পাঁচ ওয়ক্ত নমাজ অবলম্বন ছিল তাদের কিন্তু আইএসআইএস তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে কেন। সারা বিশ্ব থেকে কাফেরদের উৎখাত করতে হবে। দারুন এ হারুল কে পলিটিক্যাল দারুল এ ইসলামএ পরিণত করতে হবে। 'ফিলোজফি অফ ইসলাম' নয় 'রুল অফ ইসলাম' প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কাজেই বাগদাদি সাধারন মানুষ যারা কোরানের আশ্রয়ে তাদের ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ে রয়েছে– তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে কেন? সোর্ড অফ ইসলাম নিয়ে বিশ্বময় দৌড় লাগাতে হবে না? তাই সিরিয়া যেখানে পবিত্র পয়গম্বরের পদধূলি পড়েছিল আইএসআইএস আজ গোটা দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে। হতভাগ্য সিরিয়াবাসী ভূমধ্যসাগর পার করে নতুন দেশে যেখানে আশ্রয় পেয়েছে সেগুলোই যেন খেট্টো এইটাই পলিটিকাল ইসলাম–এর অবদান।আশ্রয়দাতা দেশগুলোকে শতকরা শত ভাগ ইসলামাইজ করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সত্যটা হচ্ছে যে দেশ গুলো এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে সেকানে কি বিন্দু মাত্র শান্তি আছে? সৌদি আরব, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইয়েমেন– এই চারটে দেশের ১০০ শতাংশ মানুষ আরব মুসলমান। শরিয়ৎ ছাড়া আইন নেই, মাদ্রাসা বিনে শিক্ষা নেই। কিন্তু শান্তি আর অর্থনীতি? কোথাও বোকোহারাম, কোথাও আলসাবাহ দেশকে রক্তস্নান করাচ্ছে, সুপার র‍্যাডিক্যাল মারছে লেসার র‍্যাডিক্যালকে। দুপক্ষই দাবি করছে তারাই সাচ্চা মুসলমান। আফগানিস্তান ছিল অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের শ্বশুর বাড়ি। মহাভারতের গান্ধারী এখানকারই কন্যা। পরবর্তী যুগে গান্ধার স্কুল অফ আর্ট বিশ্ববন্দিত। সেখানে খাদ্য নেই, শিশুর দুধ নেই, রোগীর ওষুধ নেই, আছে বোমাগুলির আওয়াজ। বর্তমানে ভারত সরকার ওই দেশের সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছে অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্গঠিত করার প্রয়াসে। গোমাল আর কুভ্র দুই নদীর উল্লেখ আছে বেদের নদী সুক্তে। স্রোতধারা আজও একই খাতে বহমানা। ড্যাম বানিয়ে বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে, গোটাদেশে শক্তি সঞ্চার হচ্ছে। উদ্যমী যুবকরা মেক ইন আফগানিস্তানে অংশগ্রহণ করছে। র‍্যাডিক্যাল ইসলাম নয় সেক্যুলার ইন্ডিয়া আজ কাবুলি সমাজের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের মিনি জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ঝোলায় কি আছে গো? হাঁতি আছে হাঁতি– জবাব দিয়েছিল কাবুলীওয়ালা। কাশ্মীর রাজ্যের দুটি জেলা গিলগিট, বালতিস্তান। তার গায়ে লেগে আছে ২৭৬ কিমি বর্ডার আফগানিস্তান এর সঙ্গে। ভারত সরকারের সহযোগিতায় যে উদ্যোগ চলছে তাতে আমাদের প্রতিবেশি রাষ্ট্র এতোটাই সক্ষম হয়ে উঠবে যাতে কোনও রহমতকে আর পিতৃভূমি ছেড়ে ভারতে আসতে হবে না। এটাই আমাদের প্রার্থনা। এথিক্যাল ইসলাম পন্থীরাও আল্লাতালার কাছে এটাই দোয়া মাগেন, আইন চান। ওয়াহাবীদের সঙ্গে এখানেই পার্থক্য।

পিএফআই–এর মতো উগ্র মুসলিম সংগঠন আজ এক্সপোজড হয়ে গেছে। ট্রিপল তালাক, ৩৭০ ধারাতে রামমন্দির প্রভৃতি ক্ষেত্রে যা হবার ছিল সংগতভাবে তাই হয়েছে। দিল্লি উত্তর প্রদেশ সর্বত্র এই সব হিংস্র কাজ করে চলেছে। মালদার চারজন উগ্রবাদী ধরা পড়েছে। একটা বিরাট চক্র কাজ করছে উত্তরবঙ্গে। আখের ক্ষেতের মধ্যে পোস্ত আফিংএর চাষ চলে। কালিয়াচকে টোটাল পুলিশ থানা জ্বালিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। যে কোনও দেশের মানুষ যদি ফরেনার্স অ্যাক্ট অমান্য করে এদেশে ধরা পড়ে, তবে তাকে বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠিয়ে দিতে হয়। এই বিচার পদ্ধতি শেষ হওয়া পর্যন্ত সেই অপরাধীদের যেখানে রাখা হয় সেটাই ডিটেনশন ক্যাম্প পৃথিবীর সর্বত্র অন্য দেশেও এই ধরনের শিবির থাকে বৈদেশিক আইনের আওতায়। এর সঙ্গে সিএএ ২০১৯–র কোনও সম্পর্কে নেই। অথচ একশ্রেণির ধান্দাবাজ গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্তকরে চলেছে।

পারসিক ইহুদিরা ভারতে আশ্রয় পেয়েছে। সরবতে চিনি যেভাবে দ্রবীভূত থাকে ভারতীয় সমাজে তারা মিশে থেকেছে। শক হুন দল এক দেহে লীন হয়ে গেছে। হয়নি শুধু পাঠান আর মোগল উগ্ররা। বেন গুড়িয়েন ইজ্রায়েল গঠন করেন ১৯৫৮ সালে। তার আগে হাজার বছর ধরে ইহুদি মানুষ জাতীয় উৎসব পালন করে পবিত্র জর্ডন নদীর তীরে। ভূখণ্ডের অধিকার যখন একবার পাওয়া গেছে তখন আর ফিরে চায়নি। ল অফ রিটার্ন প্রণয়ন করে সারা পৃথিবী থেকে সমস্ত ইহুদিদের ইজরায়েলে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়। সে সমাজে আজ যেখানে তৈরি হয়েছে সেটা কতো উন্নত তার একটা নিদর্শন পেশ করা যায়। বিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আজ পর্যন্ত যত জন নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তার ৮০% ইহুদি মেধা। এই সমাজ এতটাই গণতান্ত্রিক যে ইজরায়েলে কম্যুনিস্ট পার্টি সক্রিয়, কিন্তু পৃথিবীর কোনও ইসলামিক স্টেট এ স্বীকৃত কম্যুনিস্ট পার্টি নেই। এই মেধা অনুসন্দান করে জেনেছেন যে বিশাল জনগোষ্ঠীর কোনও একটা অংশ যদি উন্মত্ত উগ্র হয়ে পড়ে তবে শান্তিপ্রিয় মানুষ সে হিন্দু মুসলমান যাই হোক না কেন হতভম্ব হয়ে পড়ে। তখন প্রশাসনকে কঠোর হতে হয়। এই কঠোরতা দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। দেশ ভাঙার জন্য নয়।

নাবালিকাকে গনধর্ষণ গ্রেপ্তার পাচঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে চোদ্দো বছর বয়সী এক আদিবাসী নাবালিকাকে গনধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো প্রেমিক লেদেম সোরেন এবং তার চার সঙ্গীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল মহম্মদবাজার শিল্পাঞ্চল। ১৮ই ডিসেম্বর বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে নির্যাতিতাকে রামপুরহাটের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে নির্যাতিতা সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২০ই ডিসেম্বর দুপুরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার। প্রেমিক লেদেম সোরেন,রাজা মাড্ডি, লক্ষ্মীরাম হেমব্রম, নাথাইল হেমব্রম এবং তাদের এক নাবালক সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২১ ডিসেম্বর সিউড়ি বিশেষ পক্সো আদালতে তোলা হলে ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

ঠান্ডায় কাঁপছে কুয়াশাচ্ছন্ন বীরভূম

অভীক মিত্র: উত্তুরে হাওয়ায় ভর করে তীব্র ঠাণ্ডায় কাপছে বীরভূম জেলা। ২০ এবং ২১শে ডিসেম্বর শ্রীনিকেতনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো যথাক্রমে ৬.৯ এবং ৭.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ২৪শে ডিসেম্বর ভোরে বৃষ্টির কনার আকারে পড়ছিলো কুয়াশা। আলো জ্বেলে যাতায়ত করছে যানবাহনগুলি। ষাটনং জাতীয় সড়কে যানজট দেখা যায়। শীতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শাকসব্জীর দাম।

সূর্য গ্রহণে বিজ্ঞান মঞ্চের সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৬ ডিসেম্বর সূর্যগ্রহণের দিন অত্যাশ্চর্য বলয় গ্রহণ দেখার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও তার অনুমোদিত নানা সংগঠন সচেতনতা ক্যাম্প করেছিল। যেখানে আই ফিল্টার চশমা, টেলিস্কোপ সহ নানা উপকরণ ছিল। বিভিন্ন ক্যাম্পে মানুষজন 'অগ্নি বলয়' দেখার জন্য ভিড় জমান। যদিও মেঘলা পরিবেশ সূর্যগ্রহণ দেখার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বাওয়ালি ট্রেকারস্ট্যান্ডে নোদাখালি বিজ্ঞান পরিষদের ক্যাম্পে চোখে পড়ল কৌতূহলী মানুষের ভিড়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে লিফলেট বিলি

করা হয়। সংগঠনের পক্ষে স্বপন মণ্ডল জানান, প্রাকৃতিক এই অতি মহাজাগতিক ঘটনার পেছনে থাকা বৈজ্ঞানিক কারণ আমরা মানুষকে জানিয়েছি। অন্ধ কুসংস্কার ছুঁড়ে ফেলতে হবে, সূর্যগ্রহণের দিন খাবার গ্রহণ করুন, গ্রহণের দিন স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, তবে চোখের সুরক্ষা নিয়ে গ্রহণ দেখুন। এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার, বজবজ স্টেশন, মহিষগোট, বুড়ুল, আমতলায় সাধারণ মানুষকে সূর্য গ্রহণ দেখাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ উদ্যোগ নিয়েছিল।

জনগণনা বনাম নাগরিকপঞ্জী এক অমূলক বিভ্রান্তি

প্রথম পাতার পর

তবে সম্প্রতি এন পি আর-এর সার্কুলার জারি হয়েছে। আর এই এন পি আর হল এন আর সি-র প্রথম পদক্ষেপ। আর এই লোকগণনার নামে কোটি কোটি মানুষকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর তালিকাভুক্ত করণের একটা অপপ্রয়াস বলে আমরা মনে করি।' অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'এনপিআর বা জনগণনা এনআরসির একটা পার্ট বা প্রাথমিক পর্যায় এটা বলা যেতে পারে। কিন্তু এনআরসির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এনআরসির সঙ্গে এনপিআর-এর মূল পার্থক্য হল এনপিআর-এ কোনও ডকুমেন্ট দিতে হয় না। কিন্তু এনআরসিতে ডকুমেন্ট পেশ করতে হয়। জনগণনার সঙ্গে নাগরিকত্বের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক এগারো বছরে এনপিআর হয়। এটা আদম সুমারি বা জনগণনা। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বলছে এই এনপিআর এনআরসি-র প্রথম পদক্ষেপ বা সূচনা, এটা ঠিক নয়। কারণ এটা ভারতের চিরন্তন বিষয়। ফলে এটাতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা এটাকে এনআরসি-র সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছে, তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এটা ঠিক দিশা নয়।' বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদের সর্বভারতীয় সভাপতি বিমল মজুমদার বলেন, 'এনআরসির সাথে এনপিআর-এর কোনও সম্পর্ক নেই। দুটো বিষয় পৃথক। জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর সঙ্গে জাতীয় জনগণনা বা আদম সুমারিকে মিলিয়ে ফেলা বা গুলিয়ে ফেলা আসলে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বর্তমান নাগরিকত্ব আইন তো উদ্বাস্তুদের স্বীকৃতি প্রদান করেছে, এতে সমস্যাটা কোথায়? আসলে উদ্বাস্তুদের স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতার জন্যেই এইসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি।'

বগাখালি গ্রামে ৫০টি বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত খাগড়ামুড়ি পঞ্চায়েতের বগাখালি গ্রামের খোকন মাঝির বাড়ি থেকে পুলিশ ও বোম্ব স্কোয়াডের লোকজন ৫০টি তাজা বোমা উদ্ধার করল। ঘটনাস্থলে সিআইডি-র একটি প্রতিনিধি দলও ছিল। গত ২৮-১০-১৯ তারিখে বগাখালি গ্রামে মাঝিপাড়া ও রায়পাড়ার মধ্যে ব্যাপক গন্ডগোল হয়। বোমাবাজি সহ ব্যাপক ভাঙচুর হয়েছিল। অভিযোগ ছিল মাঝিপাড়ার

লোকজনই বোমাবাজি করেছে বলে। ওই ঘটনায় পুলিশ ১৮ জনকে গ্রেফতার করে। খোকন মাঝি ও পবিত্র মণ্ডল জেরায় স্বীকার করে কালীপুজোর রাতে তারা বোমাবাজি করেছে এবং এখনও বেশ কিছু মজুত আছে। এরপর বিষ্ণুপুর থানার আইসি মৈনাক ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বগাখালী গ্রামে অভিযান করে পুলিশ। বোমাগুলি উদ্ধারের পর পরিত্যক্ত জায়গায় সেগুলি নষ্ট করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিলম্বিত নাগরিকত্ব

প্রথম পাতার পর

ফলে এখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে আরও দুই গোষ্ঠী শরনার্থী ও অনুপ্রবেশকারী। ফলে বারবার নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে প্রকৃত নাগরিকদের মধ্যে। ফলে বারবার সংশোধন করতে হয়েছে নাগরিকত্ব আইন। আর এখানেই বর্তমান সিএএ নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও আমরা সেকুলার ভারতে নিজেদের নাগরিকত্ব নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছি। এমন একটা জীবন-মরণের ইস্যু নিয়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বিদির্ণ হচ্ছি। নিজেদের জাতীয় সম্পদ নিজেদের হাতে ধ্বংস করছি। নিজেদের ঘর ভর্তি করছি শরনার্থী ও অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে। দেশভাগের পর ছিন্নমূল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বাঙালি হিন্দুরা দলে দলে কলকাতা, আশেপাশের জেলা, অসম, ত্রিপুরায় এসে আশ্রয় নেয়। এরপর ফের ১৯৫০-এ বরিশাল ও নোয়াখালি দাঙ্গার পর ফের কয়েক লক্ষ বাঙালি হিন্দু এসে বাংলায় আসে। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুযায়ী কলকাতার ২৭ শতাংশ জনসংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা। ১৯৭১এ আসে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ। পাকিস্তানের অত্যাচারে প্রায় ১০ লক্ষ পূর্ববঙ্গীয় বাঙালি এসে যুক্ত হয় ভারতীয় জনসংখ্যায়।

এরপরেও টনক নড়েনি তৎকালীন ভারত সরকারের। নাগরিকত্বের প্রশ্নটি স্রেফ ছেলেখেলার ফলে ঝুলিয়ে রাখা হয় খুড়োর কলের মতো। আরও ৪৯ বছরে গঙ্গা দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে অনেক জল। শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী ও প্রকৃত বাসিন্দার দ্বন্দ্ব আরও জটিল আকার ধারণ করেছে যখন তখন আবির্ভাব অমিত শাহের মতো কথা ধাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর। সরাসরি টার্গেট রেঞ্জে তীর নিক্ষেপ করেছেন তিনি। রাখ-ঢাক না করে অ-মুসলিম শরনার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের আইনি বৈধতা দিয়েছেন। কোথাও এ দেশের মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। তবুও দেশজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তার কারণ নাগরিকত্ব নিয়ে খেলা করা সরকারের প্রতি দীর্ঘ অবিশ্বাস। আর এই অবিশ্বাস ঘোচানোর দায় যাদের উপর তারাও অবিশ্বাসের আগুনে ধুনো দিতে নেমে পড়েছে জনসমর্থনের আশায়। ভারতবাসীর মনে নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে আদৌ নাগরিকত্ব আইন টিঁকবে তো?

ওসির আত্মহত্যা কী চাপে পড়ে

প্রথম পাতার পর

অবশ্য ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি বলেই খবর। কী কারণে তিনি হঠা আত্মহত্যা করলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খোদ পুলিশ মহলে।ঘূর্ণিঝ। বুলবুলের সময় ওসি হিসেবে গৌতম বিশ্বাসের কর্মতপরতা সবার নজর কেড়েছিল। পুলিশ মহলে দক্ষ আধিকারিক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল তাঁর। পারিবারিক বা মানসিক কোনও অবসাদও ছিল না তাঁর। তবে পুলিশ মহলের একাংশের বক্তব্য, উপরতলার চাপেই হয়তো আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই ওসি। এক পুলিশকর্মীর বক্তব্য, কয়েক দিন ধরে উপরমহল থেকে চাপ আসছিল গৌতমবাবুর উপর। বুধবার এক ডেপুটি পুলিশ সুপার সবার সামনে অপমানও করেন গৌতমবাবুকে। এই চাপ নিতে না পেরেই হয়তো আত্মহত্যা করেছেন এই পুলিশ অফিসার। রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের উপরতলার অফিসারদের চাপ যে অনেক ক্ষেত্রেই সব পুলিশ অফিসারদের কাজে সমস্যার সৃষ্টি করছে, এই অভিযোগ উঠছে খোদ পুলিশ মহলেই। সম্প্রতি মালবাজার থানার ওসি অসীম মজুমদার নাকি প্রভাবশালী এক নেতার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির বালি খাদানে অনিয়মের প্রশ্ন তুলেছিলেন। ফলে উপরমহলের চাপে তাঁকে ইস্তফা দিতে হয়। এবার আত্মহত্যা করলেন এক ওসি। ফের প্রশ্ন উঠল পুলিশ মহলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে।

প্লাস্টিক মুক্ত করতে পথে নামল পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে পথে নামলো বারুইপুর জেলা পুলিশের অধীনস্থ সুন্দরবন কোষ্টাল,বাসন্তী,ঝড়খালি কোষ্টাল ও গোসাবা থানার পুলিশ প্রশাসন।প্লাস্টিক ব্যবহার ও বর্জনের জন্য এলাকার সাধারণ মানুষজন এবং সুন্দরবন ভ্রমণের পর্যটকদের সচেতনতার বার্তা দিয়ে শনিবার সকালে সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাট এবং বাজারহাট এলাকায় মিছিল করেন পুলিশ প্রশাসনের লোকজন। পাশাপাশি বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিক সৌমেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বাসন্তীর গদখালি এলাকায় সচেতনতার মিছিল হয় এবং প্রচুর প্লাস্টিক কুড়িয়ে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। অন্যান্য থানা এলাকায়ও ঠিক একই ভাবে প্লাসটিক পোড়ানো হয়। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী মাত্র ৪ মিনিটে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রগর্ভে চল্লিশ হাজার টন প্লাস্টিক জড়ো হচ্ছে। যার ফলে পরিবেশ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতির। এই প্লাস্টিকের কুফল থেকে বাদ যায়নি সুন্দরবনও। তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাদাবন এই সুন্দরবনকে রক্ষার জন্য অবিলম্বে সুন্দরবনের বুক থেকে প্লাস্টিক বর্জন জরুরি। না হলে অদূর ভবিষ্যতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে, ধ্বংস হবে সুন্দরবন।

অভিযোগে শিলমোহর

প্রথম পাতার পর

আর এই নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়িয়ে এই পৌরসভার তৃণমূল পৌর প্রধান ভূষণ সিং, শাসক দল এবং শাসক দলের ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর এবং পৌরসভার এক অংশের আধিকারিকদের। এই নিয়োগ তালিকায় স্থান পায় পৌরপ্রধানের দুই আত্মীয় সহ শহরের ২নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর এর নাতি, ১৩নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এর ছেলে, ১৬নম্বর ওয়ার্ডের দল কাউন্সিলর এর ভাই, ১৪নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এর ছেলে, পৌরসভার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ রায়ের ছেলের নাম সহ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সায়নদ্বীপ গোস্বামী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা পরিতোষ কর এর ছেলের নাম। অথচ এই ৩৩ জনের নিয়োগ তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ২৭ বছর ধরে কর্মরত পৌরসভার তালিকাভুক্ত ৪৬জন অভিজ্ঞ ক্যাজুয়াল কর্মীর নাম। এই নিয়োগ তালিকায় তাদের মধ্যে থেকে মাত্র একজনের স্থায়ী চাকরি হয়েছে। এছাড়াও কর্মরত মৃত পৌর কর্মীদের পাশাপাশি মৃত সাফাই পৌর কর্মীদের পোষ্য-দের এর নিয়োগ তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এনে ইতিমধ্যেই উঠেছে প্রশ্ন।

শুধুমাত্র এই পৌরসভার মৃত সাফাই কর্মীদের পোষ্যরাই নন এর পাশাপাশি মৃত পৌর কর্মীর পোষ্য এবং পৌরসভায় কর্মরত ক্যাজুয়াল কর্মীদের সাথে অবিচার করছে তৃণমূল পরিচালিত এই পৌরবোর্ড। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক আছে বলে অভিযোগ এদিন অভিযোগ তোলেন কোচবিহার পৌরসভার বিরোধী দলনেতা মহানন্দ সাহা। তিনি বলেন, এই নিয়োগ পুরোপুরি ভাবে অবৈধ, কারণ পৌরসভার যে কোনো নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেল অনুমোদন করতে হয় পৌরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিল এর সভায়। কিন্তু এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ড অব কাউন্সিল কে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে এই অবৈধ কাজ করা হয়েছে। এটা পুরোপুরি ভাবে বেআইনি। পৌরসভার আগামী বোর্ড মিটিংয়ে এই নিয়ে সোচ্চার হবেন বাম কাউন্সিলররা।

প্রতারক গ্রেফতার

প্রথম পাতার পর

রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের কাছে স্থানীয় বেশ কয়েকজন যুবক যুবতী লিখিত অভিযোগ জানায় অভিজিত পাহান মুন্ডার নামে। অভিযোগ পাবার পর তদন্তে নামে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত অভিজিত পাহান মুন্ডাকে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এই চক্রে আর কারা জড়িত তা তদন্ত করে বের করার জন্য অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে।

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : 34/IT/GS Mela-2020 Dated, Alipore, the 23rd December, 2019
NOTICE INVITING E-TENDER NO: 14
Name of Work : INTELLIGENT CROWD MANAGEMENT SYSTEM USING IP BASED CAMERA AND RELATED SOFTWARE TECHNOLOGY AT KACHUBERIA DURING GS MELA **2020**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	23.12.2019
EOI start Date & time	23/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	30/12/2019 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	30/12/2019 up to 03.00 p.m
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	30/12/2019 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	30/12/2019 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s**24**pgs.gov.in
For details Contact : **033-24501379**

Sd/-
Additional District Magistrate (L. A)
South **24** Parganas
৫৭৭৮/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৮.১২.১৯

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : 36/IT/GS Mela-2020 Dated, Alipore, the 23rd December, 2019
NOTICE INVITING E-TENDER NO: 16
Name of Work : INTELLIGENT CROWD MANAGEMENT SYSTEM USING IP BASED CAMERA AND RELATED SOFTWARE TECHNOLOGY AT SAGAR MELA GROUND DURING GS MELA **2020**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	23.12.2019
EOI start Date & time	23/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	30/12/2019 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	30/12/2019 up to 03.00 p.m
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	30/12/2019 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	30/12/2019 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s**24**pgs.gov.in
For details Contact : **033-24501379**

Sd/-
Additional District Magistrate (L. A)
South **24** Parganas
৫৭৭৮/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৮.১২.১৯

Office of the District Magistrate & Collector, Alipore Kolkata
Memo No : 35/IT/GS Mela-2020 Dated, Alipore, the 23rd December, 2019
NOTICE INVITING E-TENDER NO: 15
Name of Work : INTELLIGENT CROWD MANAGEMENT SYSTEM USING IP BASED CAMERA AND RELATED SOFTWARE TECHNOLOGY AT LOT **8** DURING GS MELA **2020**
SEHEDULE OF IMPORTANT DATES OF BIDS

PARTICULAR	DATE & TIME
Date of Publication of EOI.	23.12.2019
EOI start Date & time	23/12/2019 at 05.00 pm
EOI end date & time	30/12/2019 from 02.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box	30/12/2019 up to 03.00 p.m
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section).	30/12/2019 at 04.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section)	30/12/2019 at 05.00 pm

For details please refer to the following website : s**24**pgs.gov.in
For details Contact : **033-24501379**

Sd/-
Additional District Magistrate (L. A)
South **24** Parganas
৫৭৭৮/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৮.১২.১৯

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
BAGHAJATIN STATE GENERAL HOSPITAL
JADAVPUR, KOLKATA-92

Memo No. BJH/693 Dt. 19/12/19

NOTICE

It is hereby noticed that one retired Facility Manager (Erstwhile Ward Master) is going to be engaged in pursuance of the order vide no. HF/O/HS/1786/HFW-43011(18)/3/2019-Admin Sec Dt. 16.12.2019. The monthly consolidated remuneration of the said post is Rs. 14000/- p.m (Rupees Fourteen Thousand only). The Candidate must be below 65 (Sixty Four) years. Retired Ward Master/Facility Manager are requested to contact the office of the undersigned on 16.01.2020 at 10.30 a.m. for interview for engagement in the aforesaid post on contractual basis for a period of 6 (Six) months or 65 years of age whichever is earlier. The candidates are requested carrying their following documents :-

1. Application cum Bio-Data 2. Age Proof Certificate 3. Superannuation Copy/Released order 4. Identity Proof 5. Address Proof 6. Two copies of Passport size Photograph.

sd/-
Superintendent
Baghajatin State General Hospital
৫৭৬৯/জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)

OFFICE OF THE
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
SOUTH 24 PARGANAS
MOTOR VEHICLES SECTION
Office : 12, Biplabi Kanai Bhattacharya Sarani, Alipore, Kolkata-700 027
Phone No. 033-24791943, e-mail : rto-ali@nic.in

Memo No. 5148/MV Dated : 20.12.2019
NOTICE INVITING OFF LINE EXPRESSION OF INTEREST NO :- 4
NAME OF THE WORK : Hiring Barge for transportation of Materials, Bus and Mini-bus and Pilgrims in connection with Ganga Sagar Mela, 2020 and Maghi Purnima at Sagar.
Bid document is available in the official website of the District Magistrate, South 24 Parganas
The bid shall be submitted in the drop box kept in the office of the District Magistrate & Collector, South 24 Parganas at M. V. Section, New Administrative Building, Ground Floor, Alipore, Kolkata-700027.
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop Box : 30.12.2019 at 03.30 p.m.

sd/-
Additional District Magistrate (Transport)
South 24 Parganas
৫৭৬০ /জেতসদ/২৪ পঃ(দঃ)/২৩/১২/১৯

মহানগরে

গ্রীষ্মে জলকষ্টে আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গার্ডেনরিচ পরিস্রুত পানীয় জল প্রকল্পের ক্ষমতা বাড়ানোর প্রকল্পের কাজ আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। একটি নতুন দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন জল প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। এই নতুন প্রকল্পে ১,৩০০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের 'র' ওয়াটার রাইজিং মেন তৈরি হচ্ছে। দৈনিক ৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্লিয়ার ওয়াটার রিজার্ভার তৈরি হচ্ছে। এই ক্লিয়ার ওয়াটার পাম্পিং হাউসে ছ'টি হেভি ডিউটি পাম্প এবং ছ'টি হেভি ডিউটি ৬০০ ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন মোটর এবং হাই ভোল্টেজ ইকুইপমেন্ট ১,৫০০ মিটার ডায়া এবং

ডেলিভারি মেন ফোর্লট লাগানো হয়েছে। অপরদিকে, দক্ষিণ–পশ্চিম কলকাতার বেহালা পশ্চিমের ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত 'শকুন্তলা উদ্যানে–২০১০'–এ দৈনিক ৩ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতাসম্পন্ন সেমি আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভারের কাজ চলছে। এখানে ক্লিয়ার ওয়াটার পাম্প হাউস, ৫টি হেভি ডিউটি পাম্প, ৫টি হেভি ডিউটি মোটর এবং এইচটি ইকুইপমেন্ট লাগানো হয়েছে। ১২ মিলিমিটার ডায়া মেন ভোল্টের ভাল্ব লাগানোর কাজ চলছে। বামফ্রন্টের পুর বিরোধী নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের গার্ডেনরিচ জল প্রকল্পের নতুন জল উত্তোলন ব্যবস্থা এবং শকুন্তলা পার্ক জলাধার ও পাম্পিং স্টেশনের কাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দু'টি প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, দক্ষিণ কলকাতার পুরবাসী এই দুই প্রকল্পের পরিষেবা আগামী গ্রীষ্মে পাবে। সুতরাং এই অংশের কলকাতাবাসীকে আগামী গ্রীষ্মে পানীয় জল কষ্টে আর ভুগতে হবে না।

বিজেপির নতুন কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রভু যীশুর জন্মদিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী। আবার তাঁর প্রয়ান দিবসে (১৬ আগস্ট) বিষ্ণুলোকে গমন করেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৮৬)। এই পুণ্য দিনে (৯০ তম আবির্ভাব) দক্ষিণ কলকাতা (মুদিয়ালি)তে ৫৬ নম্বর লেক অ্যাভেনিউ (৮৭ নম্বর ওয়ার্ড) বিজেপির নব কার্যালয়ের সাড়ম্বরে উদ্বোধন করা হয়। অটলজীর মহিমাময় জীবন ও কর্মধারা সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন তাঁর প্রতিকৃতিতে।

তিনি ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। তাঁর রসবোধ ছিল অনবদ্য। লাহোর বাস যাত্রাকালে এক পাকিস্তানী সুন্দরী মহিলা সাংবাদিক বলেন, অটলজী, ম্যয় আপ কো শাদী করনা চাহতি হুঁ। লেকিন এক শর্ত হ্যয়। ঘুঁঘট উতারণে কী মোহর দেনা পড়েগা। আপ কাশ্মীর হমকো দে দিজিয়ে। বাজপেয়ীজি বলেন– মনজুর, লেকিন মুজকো ভি দহেজ চাহিয়ে। ঔর ও হ্যয় পুরা পাকিস্তান আলোচনা কালে এইসব প্রসঙ্গগুলি উঠে আসে।

অর্থনীতি অনুশীলনকারী অমিতাভ সেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বলেন– অর্থনীতি মজবুত, জিডিপি ৮%। ইটালিয়ন মুসোলিনীর উত্তরসুরী সেনিয়া টিপ্পনী কাটে– মুঙ্গেরিলাল কা সুনহেরি সপনে। কয়েকমাস পরে অর্থমন্ত্রী গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করে জিডিপি ও II Q। স্বর্নিল চতুর্ভুজ এর সারা ভারত জোড়া ও প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে ন্যাশনাল হাইওয়ের সংযোগের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প পণ্য সহজেই মার্কেটে পৌঁছে দেওয়া গেছে। অটলজীর স্বপ্ন ছিল নদীখাত সংযুক্ত করে দেওয়া যাতে বর্ষার মিষ্টি জল বেশিভাগ কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়– সমুদ্রে মিনিমাম ডিসচার্জ। অপরটি ছিল প্রতিটি ব্লকে একটা করে কোল্ড স্টোরেজ ও সবজি মন্ডী। তাঁর আরেকটি কাজ বাস্তবায়িত করেছেন নরেন্দ্র মোদীজি।

গোপাল ব্যানার্জী বলেন, দুর্নীতিবাজ শিবু সোরেন এবং পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির জেলখাটা লালুপ্রসাদকে মানুষ ভুলে গেছে। অটলজি ১৫ বছর পাবলিক লাইফে ছিলেন না। অথচ তাঁর শেষ যাত্রায় জনস্রোত দেখা গেছে। হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ।

প্রথিতযশা উকিল ভূপেন হালদার বলেন, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করতেন। কালীঘাটে এসে মন্দিরে যেতে হয়নি, অটলজি মমতার অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যে নির্মমতার পরিচয় তৃণমূল সুপ্রিমো দেন তা এক কথায় জঘন্য। তৃণমূল সুপ্রিমোর একমাত্র ধান্দা বিজ্ঞাপন ও শো–ম্যানশিপ। এই তাগিদে মতুয়া সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয়া বড়ো মার ৯৮ বছর বয়সেই শতাব্দী উৎসব পালন করে দেওয়া হয়। চাহিদা– বিজ্ঞাপনের আলো যতোটা পাওয়া যায়।

বরিষ্ঠ নেতা সমর বিশ্বাস বলেন, যে আগুন বাজপেয়ীজির মধ্যে ছিল তার পরশমণির ছোঁয়া অনেকে পাননি। গত লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের প্রার্থী চন্দ্রকুমার বোস সিএএ নিয়ে যা বিবৃতি দিচ্ছেন রাজ্য নেতৃত্বের উচিত রাহুগ্রস্ত এই লোককে অবিলম্বে রিলিজ করে দেওয়া।

রাসবিহারী মণ্ডল–২ এর সম্পাদক দক্ষ সংগঠক দীলিপ সরকার বলেন, ভিত যতো শক্ত হয় অট্টালিকা ততো মজবুত হয় বলতেন অটলজী। আমরা আছি বিজেপির মহাসৌধের ভিতে। আমাদের কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু আমরা সততার সঙ্গে কাজ করে যাবো। এনপিআর জনগণনায় ৮৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। বহু যুবক কাজ পাবে। স্বর্ণিল চতুর্ভূজে বহু মানুষ কাজ পেয়েছিল। এই জন্যে পশ্চিমবঙ্গে সেই সময় ৩৬টি জুটমিল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও খুন ধর্ষণ রাহাজানি হয়নি।

প্রেরণার বড়দিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাত: প্রতি বছরের মতো এবছরও ২৪ ডিসেম্বর গরফা প্রেরণা ফাউন্ডেশন স্কুলে বড়দিন পালিত হল। এই বিশেষ দিনে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় প্যারা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক শুভ্র জোয়ারদার এবং সিএবির আম্পায়ার সুবীর ব্যানার্জি। স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে কেক কেটে তাঁরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এরপর সান্তা ক্লজ খুদেদের হাতে উপহার তুলে দেয়। বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে–মেয়েদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য গরফা প্রেরণা ফাউন্ডেশন যে কাজ করছে সেটাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। এরা যাতে ভবিষ্যতে ভাল কিছু করতে পারে তার জন্য খেলাধূলার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে দু'জনেই। স্কুলের প্রিন্সিপাল মৌসুমী ভৌমিক জানান তাঁর স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম ছেলে–মেয়েদের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদের আঁকা, নাচ, বিভিন্ন খেলাধূলার ওপর তাঁরা গুরুত্ব দেন। স্কুলের বড়দিনের অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিল শিল্পাঙ্গন আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল কানু দাস। আগামীদিনে গরফা প্রেরণা ফাউন্ডেশনের পাশে থেকে সবাইকে আরও প্রেরণা জোগানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

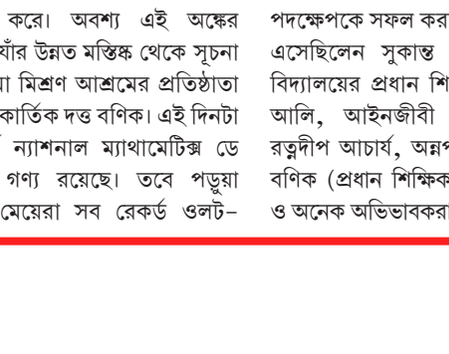

২,৩৭৪ কোটি টাকা সম্পত্তি কর বাকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: সময় মতো 'সম্পত্তি কর' না দিলে তার ওপর সুদ চাপে। সেই সুদে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কলকাতার গরিব–মধ্যবিত্ত–ধনী সকল শ্রেণির পুরবাসীকে ছাড় দেওয়ার রীতি কয়েক দশক আগে থেকেই চালু রয়েছে কলকাতায়। অনেক পুরবাসী দীর্ঘদিন সুদের টাকা জমা না দিলে তার ওপর জরিমানা করা হয়। সে ক্ষেত্রেও ৯৯ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। এতো ছাড়ের পরেও নাগরিকদের একটা বড়ো অংশ 'সম্পত্তি কর' জমা দিচ্ছে না। সেজন্যই গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত পুর সম্পত্তি করের মোট বকেয়ার পরিমাণ ৫,১২৬ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে 'সম্পত্তি কর' আদায়ের পরিমাণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১,০১১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা (সার চার্জ সহ)। গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৬৭৯,৪১,৫৩১ টাকা। বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৯৭ শতাংশ। এ পর্যন্ত 'সম্পত্তি কর' আদায়ের পরিমাণে উপ–মহানাগরিক তথা 'সম্পত্তি কর' নির্ধারণ ও আদায় দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ সন্তুষ্টে। কিন্তু পুর আধিকারিকদের রাতের ঘুম ছুটেছে। কারণ চলতি অর্থবর্ষে 'সম্পত্তি কর' সহ 'কার পার্কিং', 'বিজ্ঞাপন' ইত্যাদি থেকে কর আদায় কম হয়েছে। আগামী এপ্রিলে অষ্টাদশ পুর নির্বাচন। ফলে আগামী ফেব্রুয়ারি প্রথম দিকে পূর্ণাঙ্গ বাজেটের পরিবর্তে 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' পেশ হবে। ফলে কর বাড়ানোর প্রস্তাবের কোনও প্রশ্নই নেই। তার ফলে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কিন্তু জানুয়ারি থেকে পুরকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার পুর ভোটের জন্য নানাবিধ

উন্নয়নমূলক কাজ কর্মে চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছে পুর আধিকারিকরা।

এদিকে পুর সম্পত্তি করের মোট বকেয়ার পরিমাণের মধ্যে মূল করের পরিমান ২,৩৭৪ কোটি টাকা। এবং সুদ ও জরিমানা হচ্ছে ২,৭৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বকেয়া কর ৫৫০ কোটি টাকা। আর মামলা জনিত কারণে অনাদায়ী করের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত ২১ ডিসেম্বর মাসিক পুরী অধিবেশনে ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানতে চান, শহরে গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত 'সম্পত্তি করদাতা'র সংখ্যা কত? এদের মধ্যে কত জন 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? উত্তরে উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতায় 'সম্পত্তি কর' দাতার সংখ্যা ৮,০৬,৩৭৪ জন। এঁদের মধ্যে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে'র আওতায় এসেছেন ১,১৮,৩২৬ জন। দেবাশিসবাবুর মূল প্রশ্নের সঙ্গে অনুসারী প্রশ্নটি ছিল, যে সমস্ত 'সম্পত্তিকর দাতা' ইউএএ পদ্ধতিতে সম্পত্তি কর মূল্যায়নের আওতায় গত দু'বছরের মধ্যে এলেন না। তারা কোন কোন কারণে এলেন না? উত্তরে অতীনবাবু বলেন, নতুন ব্যবস্থায় করদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ও প্রচার এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচুর সচেতনতা শিবির–প্রশিক্ষণ ও প্রচার শিবির করা হয়েছে। তবে বেশির ভাগ করদাতা আপাত নিষ্ক্রিয়তা বা চলতি ব্যবস্থা ভেঙে নতুন বা আধুনিক ব্যবস্থাকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে অনিচ্ছাজনিত কারণে এখনও এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তির সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়েনি। তবে অনেকেই এখন নতুন এই ইউএএ ব্যবস্থায় যুক্ত হতে উৎসাহী হচ্ছেন। এদিকে ইউএএ 'ফর্মটি' সরলীকরণ করার কাজ একেবারে অন্তিম পর্যায়ে বলে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানান।

জলাশয় রক্ষায় তিন হাজার কোটি

বরুণ মন্ডল: কলকাতা মহানগরের উত্তরের সিঁথি–কাশীপুরের কোল থেকে দক্ষিণে জোকা–ঠাকুরপুকুর আর পূর্বে নোনাডাঙা ও ধাপা মৌজার পূর্ব সীমানা থেকে পশ্চিমে মেটিয়াব্রুজ মোট ১৪৪টি ওয়ার্ড এলাকায় জলাশয় বা পুকুর ভরাট রুখতে এবার স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাইলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। গত ২১ ডিসেম্বর পুর অধিবেশনে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি প্রকাশ উপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাব রাখেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কলকাতা মহানগরের বুকে ২০০৭ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলাশয় ভরাট করা হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুরসংস্থা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। প্রকাশবাবুর বক্তব্য, আর পুকুর বা জলাশয় ভরাট নয় বরং ২০০৭–২০১৯ পর্যন্ত কলকাতার যে সমস্ত পুকুর ভরাট হয়েছে। কলকাতার কোন ওয়ার্ডে ক'টা পুকুর ছিল তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের যদি একটি করে দিয়ে দেন। তাহলে সেসব অঞ্চল ঘুরে সেসব পুকুরগুলি অক্ষত আছে কী না দেখতে পাব। পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, আমাদের বর্তমান পুর বোর্ড কলকাতায় যে সব জলাশয়–পুকুরের সংখ্যা পেয়েছে, তার একটাও ভরাট করা যাবে না। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমাদের বোর্ড

কোনও পুকুর ভরাটকে সমর্থন করে না। কলকাতার দূষণ নিয়ন্ত্রণে পুকুর একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে ২০০৭–'১১ পর্যন্ত সময়কালে কলকাতা পুকুর ভরাটের একটা জোয়ার আসে। মহানাগরিক বলেন, যে সমস্ত পুকুর ভরাট হয়েছে, পুরসংস্থা ধাপে–ধাপে তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। সব পুকুর যদি এক সঙ্গে 'রেস্টোর' করতে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে। তাই সবটা একসঙ্গে করতে পারছি না। কিন্তু প্রতিটি পুকুর পুরসংস্থা 'রেস্টোরেশন' ও বিউটিফিকেশন' করা হবে। গ্রিন সিটি প্রজেক্টে পুরসংস্থা অতোটা টাকা পায়নি। ৩৫০ কোটি টাকার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এতোটা টাকা রাজ্য সরকারের কাছে নেই। কিন্তু একটু নজরে রাখুন। এ পর্যন্ত নজরে থাকা পুকুর পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। 'বিউটিফিকেশন' ও 'রেস্টোরেশন' ফ্রেজ–ওয়াইজ করা হবে। এজন্য পুরসংস্থার পক্ষ থেকে ওয়ার্ডভিত্তিক যে পুকুরের তালিকা পুর আধিকারিক তৈরি করেছে। পুর প্রতিনিধিদের প্রতি মহানাগারিকের অনুরোধ, 'আপনার এলাকার ১৯৯০–২০১৯ এই সময়কালের পুকুরের তালিকা জমা দিন। কারণ পুর–আধিকারিকদের কাছে অনেক পুকুরের খবরাখবর নাও থাকতে। কিন্তু স্থানীয় পুর–প্রতিনিধির লক্ষ্যে সবটাই থাকে।

সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হল বিজয় স্মারক

পিআইবি: ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডে যুদ্ধ স্মারক স্থল বিজয় স্মারক' সাধারণ মানুষের পরিদর্শনের জন্য রবিবার (২২ ডিসেম্বর) থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিন এই বিজয় স্মারক' স্থল পরিদর্শন করা যাবে। শহীদ বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই উপলক্ষ্যে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শহীদ সিপাই জয়ন্ত অধিকারীর স্ত্রী উমা অধিকারী বিজয় স্মারক' স্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর সাধারণ মানুষের জন্য এই স্মারক স্থল উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। শহীদ সিপাই জয়ন্ত অধিকারী ১৪ নম্বর রাজপুত রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন। তিনি উত্তর–পূর্বাঞ্চলে জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, আধিকারিকবৃন্দ সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ বীর জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

১৯৯৬ সালে এই স্মারক গড়ে উঠেছিল। কর্তব্যরত অবস্থায় যেসমস্ত বীর জওয়ান দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তাঁদের স্মরণে অগ্নিশিখা সর্বক্ষণই এই স্মারক প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে। এমনকি ১৯৬২ সাল থেকে বিভিন্ন অভিযানে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের যেসব জওয়ান জীবন বলিদান দিয়েছিলেন তাঁদের নাম পাথরে খোদাই করা রয়েছে এই স্মারক স্থলে। দুপুর আড়াইটা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই স্মারক স্থল পরিদর্শন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে এই স্মারক স্থলে প্রবেশের জন্য শেষ অনুমতি মিলবে। রেড রোডের গেট দিয়ে বিজয় স্মারক' স্থলে প্রবেশ করা যাবে। স্মারক দর্শনার্থীরা শ্রদ্ধাও জানাতে পারবেন। এই নির্দিষ্ট স্থানে ছবি তোলাও যাবে।

২৩ ডিসেম্বর মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স এবং ইন্ডাস্ট্রির পরিবহন নিয়ে এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। তিনি বলেন দক্ষিণ এশিয়াকে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে এক সূত্রে বেঁধে ফেলা হবে। তার কাজ চলছে যাতে এই সব দেশগুলি তাদের ব্যবসায়িক ফায়দা আরও পেতে পারে। সকলেই এ বিষয়ে বাহবা দিয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিনিত কুমার, নেপালের উপ–রাষ্ট্রদূত একনারায়ন আরিয়েল, বণিক সভার সভাপতি বিশাল ঝাঝারিয়া সহ অন্যান্যরাও। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

বিয়ের পিড়িতে বসবে থ্যালাসেমিয়ার রোগীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২১ ডিসেম্বর: বর্তমান যুগে রক্ত সংক্রান্ত রোগের সংক্রমণের প্রকোপ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিয়ে করার আগে যেমন কুষ্টি বিচার করা হয় তেমনই থ্যালাসেমিয়া ও এইডস রোগের পরীক্ষা করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত স্ত্রী কিন্তু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত নয় তাঁর স্বামী এরকম বিয়ে হলে সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু নারী –পুরুষ উভয়ের থ্যালাসেমিয়া থাকলে সেক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ চান্স থাকে সম্ভাব্য সন্তানেরও থ্যালাসেমিয়া হওয়ার। তাই অব্যশই বিয়ের পূর্বে প্রয়োজন থ্যালাসেমিয়া চিকিৎসা করানোর। তাই এটিসি ওয়েডিংয়ের পরিচয়'–এর তরফে বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া টেস্ট বিনা মূল্যে তা করানোর পাশাপাশি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কোনও রোগীকে বিয়ে করতে চাইলে চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব তাঁরা নিচ্ছেন বলে জানান প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার গোপীনাথ অধিকারী। তিনি জানান, আমরা সবাই জানি বিগ বি ওরফে অমিতাভ বচ্চনও থ্যালাসেমিয়ার শিকার। তবে, বিগ বি'র স্ত্রী জয়া বচ্চন থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত না হওয়ায় তাঁদের সন্তানরা সুস্থ ও স্বাভাবিক। এটিসি ওয়েডিংয় প্রতিবছর গণ বিবাহেরও আয়োজন করে থাকে। উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন ডিজাইনার অমৃতা মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার দেবী চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষী পুলক চক্রবর্তী, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়।

ম্যাথস্ অলিম্পিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া: হুগলি স্টেশনের পাশেই মা মিশ্রন অন্নদা আশ্রমে ১৬তম ম্যাথস অলিম্পিক ২০১৯ রবিবার অনুষ্ঠিত হল। এই অভিনব অঙ্কের কঠিন বিষয়কে কত সহজেই পড়ুয়ারা শেষ করল তা ভাবতেই অবাক লাগে। এতে ১৫০ জন বিভিন্ন জায়গার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। অবশ্য এই অঙ্কের অলিম্পিক যাঁর উন্নত মস্তিষ্ক থেকে সূচনা হয় তিনি মা মিশ্রণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বা কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক। এই দিনটা তাৎপর্যপূর্ণ ন্যাশনাল ম্যাথামেটিক্স ডে উপলক্ষ্যে গণ্য রয়েছে। তবে পড়ুয়া ছেলে ও মেয়েরা সব রেকর্ড ওলট–পালট করে বিজয়ী হয়েছেন। প্রত্যেক পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের একটাই কথা সত্যি দারুণ লেগেছে। দ্বিশত জন্মবর্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে অনুষ্ঠানটি হয়। আবার অনকে কচিকাঁচারা অঙ্কের কথা শুনলেই আতঙ্কে শিহরণ জাগে। যাঁরা পুরস্কার পেলেন পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র কিঞ্জল দাস (প্রথম), চন্দননগর সেন্ট জোসেফ স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শ্রেষ্ঠা মাল (প্রথম), শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের সপ্তম শ্রেণির সুদীপ্ত ঘোষ (প্রথম), চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শুভম রায় (প্রথম), ভদ্রেশ্বর ধর্মতলা বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মনীষা বণিক (তৃতীয়), মাহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছাত্র প্রিয়াংশু মান্না (দ্বিতীয়) এ বছর সে মাধ্যমিক দিচ্ছে। কার্তিকের এই প্রয়াস আরও অনেক পথ দ্রুত চলার পদক্ষেপকে সফল করতে হবে। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সুকান্ত নগর অনুকূলচন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ হাসমৎ আলি, আইনজীবী যতন রায়, ডঃ রত্নদীপ আচার্য, অন্নপূর্ণা বণিক, বন্দনা বণিক (প্রধান শিক্ষিকা) বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও অনেক অভিভাবকরা।

ইতিহাস প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর: কোচবিহারের ঐতিহ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে কোচবিহারের বিভিন্ন পুরাণ ঐতিহ্য নিয়ে সপ্তমবর্ষ প্রদর্শনী কোচবিহার আর্কাইভের পক্ষ থেকে জেলা গ্রন্থাগারে শুরু হল বুধবার। এই প্রসঙ্গে আর্কাইভের সভাপতি ঋষিকল্প পাল বলেন, এই প্রদর্শনীতে কোচবিহারের প্রাচীন মুদ্রা দলিল পুথি ইত্যাদি সংগ্রহ

করে কোচবিহারের ইতিহাস সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যেই তাদের এই প্রদর্শনী। এই উপলক্ষে কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগারে একটি কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আর্কাইভের পক্ষ থেকে। স্বভাবত কারণেই ঐতিহ্যের এই ভাণ্ডার দেখতে উপচে পড়েছে মানুষের ঢল।

মুদ্রা উৎসব ২০১৯

উজ্জ্বল সরদার: গত ১৯ ডিসেম্বর কলকাতার হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে মুদ্রা উৎসব ২০১৯' এর সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। কলকাতা মুদ্রা পরিষদ ও ভারতীয় মুদ্রা পরিষদের জৌথ আয়োজনে মুদ্রা সংগ্রহ সংক্রান্ত এক বিশাল কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হল। প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহের শখ ও যে কত গভীর ভাবে শিক্ষণীয় তা এই ধরণের উদ্যোগ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই উৎসবের দুটি প্রধান ভাগ ছিল। গত ১৯ শে ডিসেম্বর থেকে ২২ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎসবের একটি অংশে মুদ্রা সংগ্রহের প্রদর্শনী ও নিলাম চলে।

অপর অংশে ২০ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, মেডেল, ডাকটিকিট, দেশলাইবাক্স ও অন্যান্য শখের জিনিষের কেনা–বেচা চলে। এই উৎসবের প্রদর্শনীতে প্রাচীন ভারতের গুপ্ত, কুষান, মুঘল ও অন্যান্য গনরাজ্যের বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা, কোচবিহার–অসম–ত্রিপুরা–বাংলার সুলতান–ঔপনিবেশিক শাসক দের বিভিন্ন মুদ্রা, খেলা সংক্রান্ত দেশি বিদেশি মুদ্রা, ব্যাতিক্রমী ব্যাঙ্কনোট যার মধ্যে পৃথিবীর সর্ব বৃহত ও সর্ব ক্ষুদ্রতম ব্যাঙ্ক নোট দেখার এক চমকপ্রদ সুযোগ মিলল।

বেনারসের ভারতীয় মুদ্রা পরিষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল প্রশংসনীয়। সূচনার দিনে বিশিষ্ট মুদ্রা সংগ্রাহক বিনয় কুমার কুণ্ডু কে পরিষদের পক্ষ থেকে জীবনকৃতি সম্মান জানানো হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সারা ভারত থেকেই সংগ্রাহকদের এক বিশাল মিলন ঘটেছে। তিন দিনে সাধারণ থেকে অসাধারণ সব ধরণের

সংগ্রাহকরাই বিশেষ উৎসাহে মেতে ছিলেন। কলকাতা মুদ্রা পরিষদের সম্পাদক রবি শঙ্কর শর্মা জানালেন, মুদ্রা সংগ্রহ ও অতীত ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য মুদ্রা পরিষদের এই বাৎসরিক উৎসব কলকাতার মধ্যে শুধু নয়, সারা ভারতেই বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তবে ছাত্র ছাত্রীদের যোগদানে মুদ্রা সংগ্রহের পরিধি যে বাড়ছে তা বেশ খুশির বিষয়। বিশিষ্ট মুদ্রা সংগ্রাহক সুদীপ্ত ঘোষ সাক্ষাতকারে জানালেন, এই মুদ্রা উৎসবে প্রচুর দুস্প্রাপ্য মুদ্রা, ব্যাঙ্কনোট ও অন্যান্য শখের সংগ্রহ দ্রব্য যে এমন ভাবে হাতে পাওয়া যায় তাতে সত্যি সকল সংগ্রাহকরা বেশ উৎসাহ বোধ করেন।

মাঙ্গলিকী

সাহিত্য আকাদেমির সভা

দীপক ঘোষ : ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় 'গ্রামালোক' তথা 'সাহিত্য অকাদেমি' এবং 'আমি' পত্রিকার আয়োজনে বাংলা কবিতা পাঠের এক সুচারু অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয় বজবজ অ্যাবে উচ্চ বিদ্যালয়ে। আমন্ত্রিত নির্ধারিত পাঁচ কবি অতনু চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ ধর, বৃন্দাবন দাস, দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ দেব। সভামুখ্য ছিলেন পিনাকী রায়, নন্দা চক্রবর্তীর সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

প্রত্যেক কবির মধ্যে এ সময়ের সামাজিক অস্থিরতা মানুষের যন্ত্রণা এবং মানবিক দিকগুলো উন্মোচিত হয় কবিদের কবিতার মধ্য দিয়ে। শ্রোতার আসনে শতাধিক গুনগ্রাহী মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত

বজবজে

ছিলেন বজবজ পুরসভার উপ পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, বজবজে এই প্রথম সরকারিভাবে সাহিত্য আকাদেমির অনুষ্ঠান হচ্ছে তাই আমি একটি পদে থেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে দায়বদ্ধ এবং গর্বিত। এ দিনের অনুষ্ঠানে কবি পরিচিত এবং আমি পত্রিকার ছোট্ট ইতিহাস সহ পুস্তিকাটির উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান কবি অনন্ত দাস। সভা মুখ্য কবি পিনাকি রায় প্রত্যেক কবির কবিতা বিষয়ে সুন্দর আলোচনা উপস্থাপনা করেন যা উপভোগ্য ছিল দর্শকদের মধ্যে। কবিদের একটি করে নামাঙ্কিত সুন্দর স্মারক প্রদান করা হয়। সভাকক্ষে উপস্থিত কবিদের মধ্যে ছিলেন মিহির সরকার দুর্গাদাস মিদ্যা, শান্তিরাম ঘোষ, উদয় নারায়ণ ঘোষ, সৌমেন বোধক, মানবেন্দ্র রায় সহ আরো অনেকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সৌরভ চন্দ্র।

হেমন্ত–মান্নাকে শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ ডিসেম্বর বাখরাহাট 'গীতবিতান' (সৃজনশীল সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র) এর উদ্যোগে বাখরাহাট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাঠে নির্মিত জেলা পরিষদের ভবনের দ্বিতলে অনুষ্ঠিত হল হেমন্ত–মান্না দুই সঙ্গীত দিকপালের শতবর্ষের স্মরণ শ্রদ্ধাঞ্জলী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০, আর মান্না দের জন্ম ১৯২০। সংগঠনের তথা অনুষ্ঠানের সম্পাদক কাশীনাথ সিংহ দুই প্রবাদ প্রতীম শিল্পী সহ আরও যে সব শিল্পীরা প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালনের অনুরোধ করেন।

সুন্দর দুটি পিকচারের শোভিত দুই শিল্পীকে মালা ও ফুল দিয়ে অনুষ্ঠানের অতিথি ও শ্রোতৃবর্গ শ্রদ্ধা জানায়। এলাকার বিশিষ্ট গীতিকার বীরেন মাঝি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিশেষ অতিথিরূপ উপস্থিত ছিলেন মণিময় মিত্র, জয়শ্রী গোস্বামী ও আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী। সকলেই অল্প কথায় শিল্পীদের শ্রদ্ধাঞ্জলী জানান। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন নীলাঞ্জনা প্রামাণিক। সঙ্গীতে শ্রদ্ধা জানান মনিময় মিত্র, দেবাশিস মুখার্জী, মধুমিতা বাঙাল, সুব্রত পাল, অপূর্ব পাল ও তৃষা পাল। তবলায় সঙ্গত করেন কাশীনাথ সিংহ, অরূপ রতন পাল, বিভাস দাস, কমল সামন্ত। কি বোর্ডে ছিলেন সমীরণ মণ্ডল। সীমিত কিন্তু রুচিশীল মননের শ্রোতারা বিকাল ৪টে থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপভোগ করে কৃতার্থ করে উদ্যোক্তাদের।

তপন থিয়েটারে আছড়ে পড়ল সাইক্লোন

কৃষ্ণচন্দ্র দে : বীজপুর ৪র্থ সূত্র প্রযোজিত নাটক সাইক্লোন একটি সময়োপযোগী দমকা বাতাস, যা কিনা মুহূর্তেই সব কিছু ওলট পালট করে দিতে পারে। সাসপেনস ক্লাইমেক্স এবং নাটকীয় গুণে ঠাসা একটি অনবদ্য উপস্থাপনা। নাটকটি আমাকে ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি। স্ক্রিপ্টের বাঁধুনি, নির্দেশকের মুন্সীয়ানা এবং শিল্পী কলা কুশলীদের মাত্রাজ্ঞান আমাকে কিঞ্চিৎ হতচকিত করে দিতে পেরেছে। শিল্পীদের মধ্যে আমি একমাত্র দুলাল বাবুকেই ব্যক্তিগত ভাবে চিনি। অভিনয়ের দক্ষতা এবং প্রয়োগ কৌশল। একটি নাটককে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার তুলনা না করাই ভাল। ইদানিং বড় বড় দলের নাটক দেখে আর সেভাবে কোনও স্পার্ক অনুভব করিনা। কিন্তু বলতে কোনও দ্বিধা নেই ওই সমস্ত দলের নাটক দেখেই আমরা বড় হয়েছি, আমাদের ভাবনার জগতে ঘটেছে উত্তরণ। সেই স্মৃতি আজ অতীত, কিছুটা ধূসর মলিন। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তার মাঝে যখন এই ধরনের কোনও প্রযোজনা দেখি তখন আশা বুক বাঁধতে ইচ্ছা হয়

বইকি।

মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠায় এই প্রজন্মের তন্বী সুন্দরী, পুলিশ অফিসারের কন্যা– সুলগ্না বেড়ে উঠছে, আঁকড়ে ধরেছে মানবিক মূল্যবোধকে, পরিবারে। মুহূর্তেই সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয় সুলগ্নার শরীর স্বত্তা। পরিবারের কাছের চরিত্রগুলো নিমেষেই অচেনা হয়ে ওঠে। তখন পরিবার আর পরিবারে আবদ্ধ থাকে না হয়ে ওঠে সমাজের প্রতিকীরূপ।

ডাক্তার পুত্র দুর্জয় যখন তার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিদেশে পাড়ি দেয় চাকরি সূত্রে তখনও আমরা বুঝতে পারিনি ঠিক কি ঘটতে চলেছে। দুর্জয় দায়িত্ব দিয়ে যায় তার পরম বন্ধু সাইক্লোনকে। এই সাইক্লোন তথা বন্ধুর হাত ধরেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার নগ্নরূপ। সুলগ্না এখন কি করবে? সেটা জানতে গেলেই নাটকটি একবার দেখতে হবেই।

অভিনয়ে সূত্র ধরের ভূমিকায় শুভব্রত (পিকু) যুধিষ্ঠির চরিত্রে কনক মুখার্জী, ডাক্তার চরিত্রে অভিজিৎ চক্রবর্তী, এম এল এ চরিত্রে দুলাল চক্রবর্তী, দুর্জয় চরিত্রে কুণাল চক্রবর্তী এবং মনোরমা চরিত্রে শিপ্রা মুখার্জী বেশ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন।

সবাইকে মাত করে দিলেন সাইক্লোন চরিত্রে সুদীপ্ত দত্ত এবং সুলগ্নার ভূমিকায় সুস্মিতা বিশ্বাস। আর যারা ছিলেন তারা যথা– পিয়ালী সিংহ রায়, সুশ্রিতা বর্সন, শৈবাল ভট্টাচার্য এবং নির্দেশক স্বয়ং শান্তনু মজুমদার। শান্তনু বাবুকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

একটা ভালো কাজের সাক্ষী থাকলাম। দুলালবাবুকে অনুরোধ করছি দলটাকে আঁকড়ে ধরুন ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন। আমি সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালির ভূমিকাটা নিতে রাজি আছি।

শুরু হল সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব

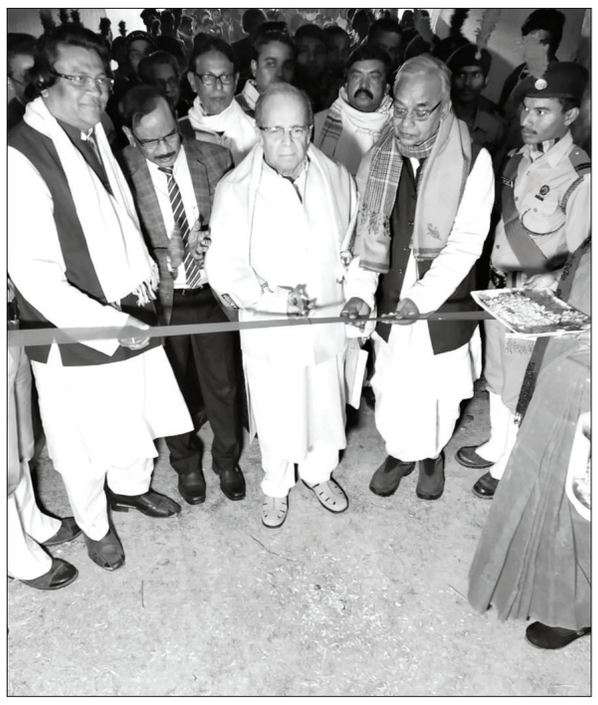

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনুন্নত, অবহেলিত সুন্দরবনে গণচতনা, গণশিক্ষা, গণসংস্কৃতি বিকাশ, শান্তি সম্প্রীতি ও স্বনির্ভরতার একান্ত প্রয়োজন। আর সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার লক্ষ্যমাত্রা কে পাথেয় করে শান্তির বার্তা দিয়ে সুন্দরবনের বাসন্তীর কুলতলীতে শুরু হল সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতিক উৎসব'।

কুলতলী মিলনতীর্থ সোসাইটি'র উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় দ্বারোদ্ঘাটন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে ২৪ তম বর্ষের মেলার আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন(ইষ্ট)এর বরিষ্ট আধিকারিক সুরেশ কারমালী,প্রাক্তন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর,সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসবের চেয়ারম্যান লোকমান মোল্লা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। সুন্দরবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ১০ দিনের এই বৃহৎ মেলার মাঙ্গলিক উদ্বোধনী দিবস', কৃষি,কৃষক কল্যাণ ও মৎস্য,প্রাণীসম্পদ বিকাশ', নারী ও শিশু কল্যাণ বিকাশ', মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ বিকাশ', ক্রীড়া যুবকল্যাণ ও স্বনির্ভরতা বিকাশ', বন পর্যটন ও পরিবেশ বিকাশ', বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশ', শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশ' , জলসম্পদ, জল সঞ্চয় ও স্বচ্ছতাই সেবা বিকাশ', সুন্দরবন বিকাশ দিবস' নামে চিহ্নিত করে নামকরণ করা হয়েছে। সুন্দরবনের উন্নয়ন এবং চাওয়া পাওয়া এই নামকরণের এর মাধ্যমে মেলা উদ্যোক্তারা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টার কসুর করতে খামতি রাখেন নি।

মেলা চলবে আগামী ২৯ডিসেম্বর পর্যন্ত।

মেলার কমিটির সভাপতি লোকমান মোল্লা জানান, মেলায় প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন ধরনের এক উচ্চমানের সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান,সেই সাথে থাকছে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা ও ১০ দিন ব্যাপি পাসপোর্ট সেবা ক্যাম্প থাকছে,যা এই প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় এক অভিনব প্রয়াস। মেলায় রয়েছে রাজ্য সরকারের ৬ টি ষ্টল, কেন্দ্র সরকারের ৪০ টি বিভিন্ন ধরনের ষ্টল ছাড়াও অন্যান্য ২৫০ টি নানান ধরনের ষ্টল রয়েছে মেলা প্রাঙ্গনে। এদিন এই মেলার মূল অনুষ্ঠানের বিদ্যাসাগর মঞ্চ থেকে দাবি তোলা হয় সুন্দরবনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাতলা নদীর চরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়,অতি শীঘ্রই ক্যানিং ঝড়খালি রেললাইন সম্প্রসারন এবং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম্য মায়েদের জন্য মাতৃসদন হাসপাতাল গড়ে তোলার।

সব মিলিয়ে ১০ দিনের এই মেলা প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছে দাবি আদায়ের এক অভিনব মিলন ক্ষেত্র।

সারদা মায়ের জন্মতিথি

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে 'ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের' উদ্যোগে ও সমর সরকারের ব্যবস্থাপনায় পরমারাধ্য জগন্মাতা শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর ১৬৭তম বর্ষ শুভ জন্মতিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে বিশেষ পূজা ধর্মসভা, সন্ধ্যারতি হোম আরিত্রিক ভজন, ভোগ নিবেদন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। চণ্ডীপাঠ করেন পার্থসারথি গোস্বামী। 'আধুনিক সমাজে মায়ের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী সত্যধর্মানন্দ ও রণজিৎ রায়। ভক্তিগীতি পরিবোন করেন ডলি দত্ত। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপু দুর্গার বাবা কোমায়, চিকিৎসার খরচ জোগাতে সবকিছু ছেড়ে কলকাতায় সেলাইয়ের কাজ করতে যায় দুর্গা। তারপর অ্যাসিড আক্রান্ত হয় সে। জীবনে আসে নতুন মোড়। এরকম এক সামাজিক গল্প অপু–দুর্গা নামক সিনেমার পোস্টার রিলিজ হল সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে।

অসহায় দুঃস্থ শিশুদের সঙ্গে জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ধূমধাম করে ছোট ছেলের জন্মদিন পালন করেন কলকাতার মানিকতলার বাসিন্দা ব্যবসায়ী দম্পতি মৃণালকান্তি পাত্র ও লক্ষ্মী পাত্র। চলতি বছর ডিসেম্বর মাসেই বাড়ির ছোট ছেলের জন্মদিন। আর সেই জন্মদিন পালন করার জন্য কলকাতার এই দম্পতি এক ভিন্ন আয়োজন করেন। কলকাতা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরবর্তী ডাবু পর্যটন কেন্দ্রে হাজির হন সোমবার সকালে। সেখানে বছর ১৮ বয়সের ছোট ছেলে কুণাল পাত্র কে সাথে নিয়ে ডাবু সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রামে ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ অসহায় শিশুদের একত্রিত করেন। অসহায় দুঃস্থ শিশুদের মধ্যে পরিবারের ছোট ছেলের জন্মদিনের কেক কেটে জন্মদিন পালন করেন কলকাতার এই দম্পতি। পাশাপাশি এদিন সারাদিন শিশুদের নিয়ে পিকনিক স্পট ঘুরে দেখেন এবং খেলাধুলা, গান বাজনায় মেতে ওঠেন কলকাতার এই দম্পতি।

এরপর দুপুরেই সকলে মিলে রান্না করেন। জনা চল্লিশ শিশুকে মধ্যাহ্নভোজের এলাহি ব্যবস্থাও করেন। তাদের মুখে তুলেদেন ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চাটনি, পাঁপড়, আইসক্রিম সহ

রকমারী মিষ্টি। খাওয়ার শেষে দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত কুণাল পাত্র তার জন্মদিন কে আরো স্মৃতিমধুর করে তুলতে অসহায় শিশুদের হাতে বই, খাতা, কলম সহ বড়দিনের উপহার সামগ্রী তুলে দেয় সকল দুঃস্থ শিশুদের হাতে।

মৃণাল কান্তি পাত্র বলেন, প্রতিবছর বাড়িতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ছোট ছেলের জন্মদিন পালন করে থাকি। এবছর ছেলে বায়না করেছিল গ্রামের অসহায় দুঃস্থ শিশুদের সাথে জন্মদিন পালন করার কথা। ছোট ছেলের ইচ্ছায় আমরা মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে কথা বলে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পেরেছি।

অন্যদিকে, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক খোকন মন্ডল বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কলকাতার এই দম্পতি তাদের ছোটছেলের জন্মদিন পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের ইচ্ছা পূরণ এবং দুঃস্থ শিশুদের মুখে বড়দিনের প্রাক্কালে হাসি ফোটতে পেরে আমি আনন্দিত।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা : ১৯শে জানুয়ারি ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ২৩শে জানুয়ারি ২০২০

প্রতিযোগিতার স্থান– সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা –৭০০১০৪

সকাল ১১টা – বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০২০ তে)

দুপুর ১টা – বিষয় – রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ –ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত), বিষয় – পূজা পর্যায়/বিভাগ – খ (১৫ বৎসরের উর্দ্ধে সর্ব্বসাধারণ), বিষয় – স্বদেশ পর্যায়।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

দুপুর ১.৩০ মিঃ – বিষয় – সঙ্গীত, বিভাগ – সর্ব্বসাধারণ – যে কোনো আঙ্গিকের সঙ্গীত পরিবেশন করতে হতে পারে।

বৈকাল ২টা বিষয় – বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ভূমিকা। সময় ৫ মিনিট। বিভাগ সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৩টা– বিষয় – যে কোন রুচিশীল নৃত্য, বিভাগ – ক (১২ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – খ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে সর্বসাধারণ)।
যে কোন রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবোন করতে হবে।
(সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি. ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩ শে জানুয়ারী, ২০২০ :–
প্রতিযোগিতার স্থান – সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

সকাল ১১টা – বিষয় – বসে আঁকো
বিভাগ –ক (৬ বৎসর পর্যন্ত/বিভাগ –খ (৬–এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – গ (৯–এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/
বিভাগ – ঘ (১২–এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স ১লা জানুয়ারী, ২০২০–এ)।
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী বিবেক নিতেন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
দেবাশীষ রায়– কাটোয়া, বর্ধমান – ৯০৮৩৯৭২১৫৫
অরিজিৎ মণ্ডল – ডায়মণ্ডহারবার – ৭০০১৯৯৭২৫৮
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/৫এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭
মলয় সুর, হুগলি –৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগণা – ৯০৫১২০৮৪৬০

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

১। প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে।
২। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
৩। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
৪। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী, ২০২০ বৈকাল ৪টায়।
৫। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের ২৩শে জানুয়ারী মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে হবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ক্যারিবিয়ান বধ ও সিরিজ জয়ের পরেও ভ্রুকুটি পারফরম্যান্স নিয়ে

অরিঞ্জয় মিত্র

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শেষপর্যন্ত একদিনের সিরিজও ২–১ জিতে নিল ভারত। বিশেষ করে শেষ ম্যাচে যে একাধিপত্য নিয়ে টিম ইন্ডিয়া জিত হাসিল করল তা নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার। প্রায় ৪০০–র কাছাকাছি রানের টার্গেট সামনে নিয়ে যে প্রতিপক্ষই নামুক না কেন, বিশেষ সুবিধা করা সম্ভব নয়। তাও সাধ্যমতো লড়াই দিল ক্যারিবিয়ানরা। হয়তো হারের ব্যবধান প্রায় ১০০ রানের। তাও যে উচ্চতায় ম্যাচটাকে নিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেটাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। তাছাড়াও আরও একটা কথা বলতেই হবে। সেটা হল এই মুহূর্তে ভারতের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টি–২০ ও ৫০ ওভারের সিরিজ, উভয়তেই ১–২ হারলেও মেরুন জার্সিধারীদের দুর্দান্ত লড়াই তারিফ কুড়িয়েছে ক্রীড়ামোদীদের।অতীতে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতাকে তুলনা করা হত ব্রাজিলীয় ফুটবল ঘরানার সঙ্গে। স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, স্যর গ্যারি সোবার্স, কালীচরণ, গ্রিফিথ, হল, লয়েড, রিচার্ডস, গ্রিনিজ, হেনেস, মার্শাল, গার্নার, রবার্টস, হোল্ডিং, রিচার্ডসন, লারা, ওয়ালস, অ্যামব্রোজ, ক্রিস গেইলদের মতো মহাতারকা কিন্তু উঠে এসেছেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকেই। সেই ঐতিহ্য আজ ডুবতে বসেছে। বলতে গেলে ক্ষীয়মান। সে জায়গায় উঠে আসা অজিরাও এখন সামান্য দুর্বল হয়েছে। মেগা দল হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। সব ধরনের ক্রিকেটে আধিপত্য দেখাচ্ছেন ভারতীয়রা। একটা সময় গাভাসকার, কপিলদেবদের নিয়ে গর্ব করা হত। সে জায়গায় শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিদের নাম উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ভারত এখন যেভাবে খেলছে তাতে তুলনামূলক ছোট দলগুলিকে হোয়াইট ওয়াশ করা প্রায় অভ্যেসে পরিণত করেছে তারা। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দুটো ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এটা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে খুশি করলেও চিন্তায় ফেলেছে ভারতীয় দলকে। তবে টিম ইন্ডিয়ার পক্ষেও বলার মতো পারফর্ম করে দলের ব্যাটসম্যান ও বোলাররা মুখরক্ষা করেছে। এর সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অলরাউন্ডারের প্রত্যাবর্তন ঘটলে আরও অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে বাধ্য। রবীন্দ্র জাদেজাও ব্যাটে–বলে যুগপৎ যে পারফরমেন্স করছেন তাও কারো চেয়ে কম যাচ্ছে না। অর্থাৎ ২০২০–র টি–২০ বিশ্বকাপের আগে দলের ক্ষেত্রে যা ঝাড়াই বাছাই হয়ে যাওয়া দরকার সেটা এখন থেকেই সেরে রাখার কাজ চলছে জোরকদমে। জোরে বোলারদের নিয়ে অনেক কথা হলেও তাদের শেষ মুহূর্তের আপডেটও নিতে হবে নিয়ম করে। যাকে বলে মনিটরিং চালাতে হবে। শার্দুল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, দীপক চহ্বার, শ্রেয়স আয়ারদের অবশ্যই পছন্দের তালিকায় রেখে গ্রুম করার কাজ শুরু করতে হবে জোরকদমে।

সামনে টি–২০ বিশ্বকাপে। তার আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো টি–২০ তে শক্তিধর দেশকে ২–১ হারিয়ে সিরিজ জিতে নিঃসন্দেহে অনেকটাই মনোবল বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হল মেন ইন ব্লুজ। রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুলরা যে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন আগাগোড়া তাতে ক্যারিবিয়ান বোলারদের হতোদ্যম হয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে দ্বিতীয় টি–২০ জিতে তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে ভারত যে সুবিশাল টার্গেট দিল প্রায় ২৫০–র কাছে রান তুলে তাতে সারা বিশ্ব দেখল বিশ্বকাপের আগে টিম ইন্ডিয়া তাদের মঞ্চ ভরপুর করে তুলছে সবরকমভাবে। এখন দেখার আরও কত নতুন রেকর্ড নিজের পালকে জুড়তে সক্ষম হন ভারত অধিনায়ক বিরাট। শুধু দলের সিরিজ জেতাই নয়, বিরাট নিজেও যে দুরন্ত ফর্মে ব্যাট করে চলেছেন তা চাপে রাখবে বিশ্বের যে কোনও দেশকে। প্রোটিয়া ও বাংলাদেশ বধের অব্যবহিত পরে ক্যারিবিয়ান অপারেশন সাঙ্গ করে ভারত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কোনও চাপ সামলানোর জন্য প্রস্তুত তারা। এখন দেখার ভারতীয় দলের এই মনোবল আগেই না খেই হারিয়ে ফেলে। কারণ, চরম শিখরে পৌঁছানোর আগে বেচাল হয়ে পড়লে ভারতীয় দল নিশ্চিতভাবে মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। সেটা যাতে না হয়, আর বিশ্বকাপের আগে দলের রিজার্ভ বেঞ্চ যাতে সজীব থাকে সেসব কিছুই দেখে নিতে হবে কোহলি ব্রিগেডকে।

টি–২০ সিরিজে একাধিপত্য নিয়ে জয়ের রেশ কিন্তু থমকে গিয়েছিল ৫০ ওভারের একদিনের প্রথম ম্যাচেই। বস্তুত ক্যারিবিয়ানরা যেভাবে হাল্কা মেজাজে জয় তুলে নিল তা নিশ্চিতভাবে ভ্রুকুটি বাড়িয়ে তুলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। টি–২০ সিরিজেও একটা ম্যাচ জিতেছিল ক্যালিপ্সোরা। একদিনের সিরিজেও বউনি হল তাদের জয় দিয়েই। নিঃসন্দেহে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের মনোবল বেড়ে গেল কয়েকগুণ। অন্যদিকে ভারতও বুঝল পদে পদে লুকিয়ে রয়েছে বিপদ। একটু আত্মতুষ্ট হলেই তা ধেয়ে আসবে নিজেদের দিকে। আগামী বছরের টি–২০ বিশ্বকাপের আগে তা যথেষ্ট চিন্তারও বটে। অন্যদিকে ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু টি–২০ সিরিজ হেরেও নিজেদের খেলার উন্নতিতে খুশি ছিল। তারা এও বলেছিলেন, একদিনের সিরিজে অন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে দেখা যাবে। ঠিক সেটাই যেন ঘটল এবার। তবে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ যে একাধিপত্য নিয়ে ভারত জিতে নিল তা ফের প্রত্যয় বাড়িয়েছে ধোনির টিমের প্রতি। প্রথম একদিনের ম্যাচ ক্যারিবিয়ানদের জেতাতে দু–দুটি শতরান বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এদিন রোহিত শর্মা ও কে এল রাহুল সেঞ্চুরি করে তার যোগ্য জবাব তুলে ধরল। শুধু তাই নয়, ভারতকে সমতা ফেরাতেও সাহায্য করল এই জোড়া শতরান। তাও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে টি–২০ বা একদিনের সিরিজে প্রত্যাঘাত করছে তা ভারতীয় শিবিরকে ভাবাবার পক্ষে যথেষ্ট। এটা ঠিক ভারতের পক্ষে বলার যেটা তা হল রোহিত, বিরাট, কে এল রাহুল বা শ্রেয়স আয়ারদের দুরন্ত ব্যাটিং। যা প্রায় প্রতি ম্যাচেই টিম ইন্ডিয়ার জয়ের সোপান গড়ছে। অন্যদিকে সামি, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংও বিপক্ষকে ব্যাটিংকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা যেমন ভারতের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ তেমনই খারাপ পরিস্থিতিতে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেটাও নতুন করে শিখে নিতে হবে তাদের।

এই মুহূর্তে আরও একটা বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য।ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তার আসনটি পেয়েছেন টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্টের কাণ্ডারী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সৌরভ যিনি বেটিংয়ের কালো গহ্বর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন উজ্জ্বল আলোর সকাশে। যুবরাজ,সহবাগ, হরভজন, জাহির, আগরকরের মতো দুরন্ত সব ক্রিকেটাররা যার নেতৃত্বে স্টার হয়ে উঠেছিল। সেই সৌরভ যিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়াকে টস করার সময় রীতিমতো অপেক্ষা করিয়েছিলেন। সেই অধিনায়ক যিনি দীর্ঘদিনের জড়তা ভেঙে পাক ভূমিতে দেশকে জিতিয়েছিলেন। পাকিস্তানকে দেখলেই যে দল খেলার আগেই হেরে যেত তাদের বিরুদ্ধে জয়ের লাগাতার ট্র্যাক রেকর্ডও কায়েম হয় সেই বাংলার মহারাজের আমলের। এহেন সৌরভের নেতৃত্বে বিশ্বজয়ের ২০ বছর পর ফের ফাইনালে পৌঁছেছিল ভারত। কিন্তু ২০০৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ান্ডার্সের মাটি সৌরভের দলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রিকি পন্টিংয়ের দাপুটে অধিনায়কত্বে অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, ম্যাথু হেডেনরা একরকম পেড়ে ফেলেছিল টিম ইন্ডিয়াকে। তাও সৌরভ যে ল্যান্ডমার্ক তৈরি করেছিল তা ভোলেনি কেউই। বিশেষ করে ক্রিকেট নিয়ে যাঁদের চর্চা আর গবেষণা তাঁরা তো একে আলাদা নম্বর দেবেনই। পরবর্তীতে সৌরভ যে ফলন করেছিলেন তার ওপর ভারতের জয়ের মাইলস্টোন গড়ে তোলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর নেতৃত্বে ২০১১ তে বিশ্বকাপও পায় ভারত। কিন্তু ২০১৯ এর বিশ্বকাপে সৌরভের আরেক উত্তরসূরী বিরাট কোহলি আটকে গেলেন মহারাজের মতোই কাপ না জেতার অন্ধগলিতে। সৌরভের নেতৃত্বাধীন দল তাও ফাইনালে উঠেছিল। বিরাট ব্রিগেডের বিদায় ঘটল সেমিফাইনালেই। কোহলির এই যন্ত্রণাটা ভালোই বুঝতে পেরেছেন মহারাজ। সেজন্য ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষে অধিষ্ঠান করার পর ক্রিকেটারদের সঙ্গে নিয়ে চলার অঙ্গীকার করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দাদা। এও বলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দল গত কয়েকবছর ধরে তাদের সর্বোচ্চ পারফরমেন্স তুলে ধরছে। তাও বিশ্বকাপ অধরা থাকায় তিনিও যে দলের সঙ্গে সহমর্মী তা জানাতে ভোলেন নি। এই অধরা জায়গাটি দ্রুত মেরামত করতেও তিনি দলের সবার সঙ্গে বসবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সৌরভ নিশ্চিতভাবে তাঁর দূরদর্শী চোখ দিয়ে পড়ে ফেলতে পারছেন ভারতীয় দলের হালফিলের সমস্যাগুলি। যা একটা দলকে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গোড়া থেকে অনেক সময়ই হড়কে দিতে পারে অতল খাদের দিকে। আশা করা যায়ব তাঁর সুযোগ পরামর্শে ভুলত্রুটি দ্রুত মেরামত করে অগ্রসর হবে টিম ভারত।

ক্যানিংয়ে শুরু হল ফুটবল প্রতিযোগিতার মহাযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার দুপুরে চতুর্থ বর্ষের ৮ দলের এক নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার মহাযজ্ঞ শুরু হল ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে। এদিন পাঁচটি ফুটবলে কিক মেরে ফুটবল প্রেমী দর্শকদের উপহার দিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা করেন ব্রাজিলের ফুটবল তারকা তথা মোহনবাগানের সবুজ তোতা নামে খ্যাত র‍্যামিরেজ জোস ব্যারেটো। এদিন ফুটবল মহাযজ্ঞের সূচনা পর্বে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানি পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা, মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরেশ রাম দাস, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুন্ডু, ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অমিত কুমার হাতি সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের মাতলা১, ২ নম্বর পঞ্চায়েত, দিঘীরপাড় গ্রামপঞ্চায়েত আয়োজিত মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘের উদ্যোগে আটদলের এক নকআউট ফুটবল খেলা কে ঘিরে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক বাঙালির সেরা খেলাকে উপভোগ করেন।এদিন ২–০ গোলে কলকাতা পুলিশ দল কে পরাজিত করে জয়লাভ করে সাতমুখী প্রিয়া সংঘ। ম্যাচের সেরা হন প্রিয়া সংঘের সুমিত ওঁরাও। ম্যাচ শেষে ম্যাচের সেরা ফুটবলারের হাতে তিন কেজি ওজনের একটি ভেটকি মাছ সহ অন্যান্য পুরস্কার সামগ্রী তুলে দেন খেলা উদ্যোক্তারা।

পাশাপাশি এদিন টিকিট বিক্রির উপর লটারির মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশজন ফুটবল প্রেমী দর্শকের হাতে সোনার আংটি,মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন পুরস্কার তুলে দেন ব্রাজিলের ফুটবলার র‍্যামিরেজ জোস ব্যারেটো। খেলা পরিচালন উদ্যোক্তা কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য পরেশরাম দাস বলেন, বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল। চারিদিকে একটা উষ্ণ আবহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।পাশাপাশি নষ্ট হচ্ছে ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কের অটুট বন্ধনও।আর এমন সম্পর্কের অটুট বন্ধন রাখতে পারে একমাত্র খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।আর সেই কারণেই এলাকায় শান্তির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ বন্ধন অটুট রাখতে আমাদের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

অন্যদিকে মোহনবাগানের সবুজ তোতা র‍্যামিরেজ জোস ব্যারেটো বলেন, প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় এমন ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখে আমি অভিভূত। প্রচুর ফুটবল প্রেমী দর্শক গ্যালারি উপচে পড়ে খেলা দেখেছেন। আগামী দিনে আবারও সুযোগ পেলে এমন টুর্নামেন্টে আসবো।

মিঠাখালী প্রতিলিপি সংঘ আয়োজিত চতুর্থ বর্ষের চাঁদমনি দাস ও বিহারীলাল দাস' স্মৃতি এই ফুটবল মহাযজ্ঞের প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

খুদে জিমন্যাস্ট শ্রেয়া

মলয় সুর : প্রাথমিক স্কুল ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় তাক লাগিয়ে দিল এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। সদ্য কলকাতার সাইতে আয়োজিত ৩৭তম রাজ্যস্তরের জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় শ্রেয়া কামার ১৮ পয়েন্ট পেয়ে স্বর্ণ পদক অর্জন করে বাড়ির সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। খুদে ছাত্রীর সাফল্যে গর্বিত ভদ্রেশ্বর ব্রাইট অ্যাথলেটিক ক্লাবের কোচ ও কর্মকর্তারা। প্রাথমিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী শ্রেয়া। অসচ্ছল পরিবার, শ্রেয়ার এক দিদি দিয়া। এ বছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। সেও জিমন্যাস্টিক করে। ভদ্রেশ্বর দিগড়া কান্তিকারী মাঠে ময়রা পুকুর ধারের বাসিন্দা বাবা দলু কামার ভ্যান চালায়। মা সুনীতা গৃহবধূ। ওর কোচ জয়দেব ঘোষ, বুলা ছেত্রী ও লক্ষ্মণ রায়। ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছেই ব্রাইট অ্যাথলেটিক ক্লাবে সে প্র্যাকটিস করে। ইতিমধ্যেই ওর ঝুলিতে ১৪টি পদক রয়েছে। তবে ও যে এতটা ভালো ফল করবে তা ভাবতে পারিনি কেউ। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট গোপাল শীট বলেন, দেখা যাক, আমাদের যতটা ক্ষমতা আছে তা দিয়েই ওকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। তবে ওর মাথায় আরও একটা পালক বসলো। ওকে সংবর্ধনা দেবে হুগলিতে প্রতিবন্ধী যুব সংঘের পক্ষ থেকে।

গঙ্গাবক্ষে সাত কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা

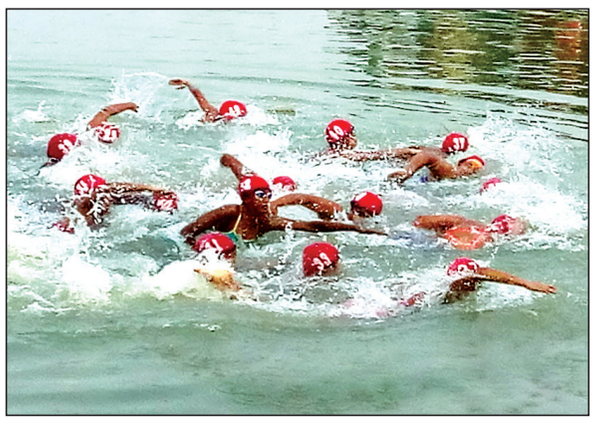

মলয় সুর : ৫৭তম গঙ্গাবক্ষে ৭ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা রবিবারের ক্রিসমাস ডে'র দিন দুপুরে অনুষ্ঠিত হল। শ্রীরামপুর চাতরা সুইমিং ক্লাব পরিচালিত ভদ্রেশবর কয়লা ডিপো ঘাট থেকে শুরু হয়ে চাতরা গৌরচন্দ্র ঘাটে শেষ হয়। এই ক্লাবের সচিব ঋতজিত গোষ বলেন, এতে ৪২ জন সাঁতারু অংশ নেয়। এর মধ্যে পুরুষ ২৬ ও মহিলা ১৬ জন। তবে আলাদা করে বলতে হবে সর্বকনিষ্ট দুইজন সাঁতারু সৌভিক দাস (১৩) কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে হিন্দু স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র ও শৌভিক সরকার দুইজনই কমপ্লিট করেন। ছেলেদের বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন আদ্রি শর্মা, দ্বিতীয় শেখ সজিদ, তৃতীয় অপূর্ব সাহা অপরদিকে মেয়েদের বিভাগে প্রথম সৃষ্টি উপাধ্যায়, দ্বিতীয় হয় পৃথা দেবনাথ, তৃতীয় শ্রেয়া চক্রবর্তী। প্রতিযোগীরা নানা উপহারের সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও পায়। এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন জাতীয় সাঁতারু ইলা পাল, মহিলা পুলিশ আধিকারিক বর্ণালী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলর সন্তোষ সিং, ক্লাবের কোচ শিবাজী ঘোষ, ক্লাবের সদস্য দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়।

অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা স্কুল জাতীয় ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: গতবার জাতীয় স্তরে তৃতীয় হওয়ার পরপরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খিদেটা বেড়ে গিয়েছিল বাংলার অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা স্কুল ভলিবল টিমের। অবশেষে এবার ৬৫তম অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা স্কুল ন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপে সেই লক্ষ্যপূরণ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন বাংলা মহিলা স্কুল ভলিবল টিমের কোচ তথা শিক্ষক কিশোর মালাকার। গত ২৫ ডিসেম্বর চূড়ান্ত পর্বের এই খেলায় বাংলা ৩–০ সেটের ব্যবধানে তামিলনাড়ুকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। আয়োজক রাজ্য তামিলনাড়ুর ধর্মাপুরি স্টেডিয়ামে ২১ ডিসেম্বর এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। পাঁচদিন ব্যাপী জমজমাট এই প্রতিযোগিতায় ভারতের সমস্ত রাজ্য থেকেই প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল। খেলার শুরু থেকেই বাংলার আধিপত্য বজায় থাকায় প্রতিনিধিদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আত্মবিশ্বাসটা প্রবলভাবে বেড়ে যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা ৩–১ সেটে কর্ণাটককে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। সেমিফাইনালে বাংলা ৩–০ সেটে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে ফাইনালে পৌঁছে যায়। অপর সেমিফাইনালে কেরলকে হারিয়ে তামিলনাড়ু ফাইনালে ওঠে। অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে বাংলার মেয়েরা বড়ো জয় এনে দিল। এদিন চূড়ান্ত পর্বের খেলায় দুর্দমনীয় বাংলার মেয়েরা তামিলনাড়ুকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। গতবার কানপুরে আয়োজিত এই খেলায় বাংলার মেয়েরা তৃতীয় হয়েছিল। পূর্ব বর্ধমানের ঘোড়ানাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা বাংলা মহিলা স্কুল ভলিবল টিমের কোচ কিশোর মালাকার বৃহস্পতিবার সকালে টেলিফোনে আলিপুর বার্তাকে বলেন, গতবার এই প্রতিযোগিতায় বাংলার মেয়েরা থার্ড হওয়ার পর থেকেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। গতবারের মতো এবারেও উত্তর ২৪ পরগনা ও হুগলির মেয়েরা এই খেলায় ধারাবাহিক কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। কিন্তু, সম্প্রতি অপ্রীতিকর ঘটনায় ট্রেন চলাচলে সমস্যাজনিত কারণে এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলার যোগদানের অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় আমরা সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে, যখন আমাদের ১৫ জন প্রতিনিধিকে তড়িঘড়ি ফ্লাইটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তারপর থেকেই আমাদের জিদটা চেপে বসেছিল এবং শেষমেশ চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত বাংলার মেয়েরা। তাদের এই উচ্ছ্বাস আমাদের আরও ভালো কিছু করার প্রেরণা জোগাবে অনুপ্রাণিত হবে অন্যরাও।

কলির কাঁধে কোচের দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: মনে আশা নিয়ে জীবনে কিছু একটা করে দেখানোর তাগিদে এবং মায়ের ইচ্ছায় গত সাড়ে তিন বছর আগে সে যুক্ত হয় ক্যারাটে প্রশিক্ষণে। তাঁর ঝুলিতে এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বহু প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সাফল্যের শংসাপত্র। পেয়েছে স্বর্ণপদক সহ বহু পুরস্কার। এই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিনী হলেন জয়নগর থানার বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়াল পাড়ার ১৪ বছরের কলি দাস। দক্ষিন বারাশত শ্রী শ্রী সারদামণি বালিকা বিদ্যালয় থেকে সে সামনের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। কলির বাবা গোপাল দাসের একটা মুরগীর ফার্ম ছিলো। কয়েক বছর আগে তিনি মারা যাবার পর মা সোমা দাস ও বোন কুসুম দাসের উৎসাহে সে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে ক্যারাটের আন্তর্জাতিক সংস্থা সিতারো ক্যারাটে দো সেই সিনকাই এর ভারতীয় শাখার সম্পাদক দেবব্রত হালদারের কাছে। তার চেষ্টায় ও নিজের ইচ্ছায় সে এগিয়ে চলেছে। দেবব্রত হালদার বলেন, এই এত কম বয়সে ব্ল্যাক বেল্ট পাওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়। ওর এই কাজে আমরা খুশি। কয়েকমাস আগে জয়নগর থানার সচেতনতা মূলক গ্রুপ 'প্রত্যয়ে'র মাধ্যমে সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাইস্কুলে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। যার ফিলড কোচ হিসাবে কলিকে নিযুক্ত করা হয়েছে। কলি জানালেন, জয়নগর থানার আইসি সাহেব এত বড় দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। আমি তা পূরণ করবো। অন্য মেয়েদের শেখাতে পেরে আমি খুশি। জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, আজকের দিনে মেয়েদেরকে আরও এগিয়ে আসতে হবে। ক্যারাটের মতন খেলাতে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। আজ কলির প্রশিক্ষণে আরও কিছু মেয়ে ক্যারাটে শিখতে পারছে দেখে ভালো লাগছে। ওর সাফল্য কামনা করি। এই ভাবেই এগিয়ে চলুক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com